www.facebook.com/alipur.barta.5
ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক
ধারাবাহিক
বিপন্ন গণতন্ত্র
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫
ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

যাওয়া আসার
পথে পথে
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১১ আষাঢ় – ১৭ আষাঢ়, ১৪২২ ঃ ২৭ জুন – ৩ জুলাই, ২০১৫
Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 35, 27 June - 3 July, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বাংলায় বৃষ্টির অভাবে বীজ ফেলায় বিলম্ব, অতিবৃষ্টিতে ভাসল মুম্বই। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনায় জেরবার দুই রাজ্যের জনজীবন।

রবিবার : আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তুতি দেশ-বিদেশে। যোগ তরঙ্গে ভাসছে মোদির ভারত। কিছু রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সাড়া ফেলেছে যোগচর্চা।

সোমবার : যোগ দিবসের খবর যখন ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে তখন দীঘার কাছে মন্দারমণির সমুদ্র তটে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্যারাসেলিং-এ আনন্দ পেতে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে জড়িয়ে প্রাণ দিলেন এক তরতাজা তরুণ ঘোষ।

মঙ্গলবার : নদীর বালি এখন মানুষের লোভ–লালসা–দ্বন্দ্বের কারণ। প্রকৃতির নিজের খেয়ালে বালি জমছে নদীতে আর সেই বালি কেটে বিক্রি করে অর্থ উপার্জনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বলি হলেন দুজন। মন্ত্রী গিয়ে না সামলালে আরও চরম পরিস্থিতি হত সন্দেহ নেই। তবে দলের মধ্যে ধান্দাবাজদের দৌরাত্ম্য আটকানো গেল কি?

বুধবার : ভোর হল এক নতুন বিতর্কে। সারা দেশে জন পরিষেবায় যখন ভর্তুকি কমছে তখন দেদার ভর্তুকিতে খুব সস্তায় খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে সাংসদদের। চলছে বহুদিন ধরে। কোনও দলের সদস্যই এতদিন এর প্রতিবাদ করেন নি। সংবাদে প্রকাশিত হতেই সকলে ধোয়া তুলসীপাতা সাজতে চাইছেন।

বৃহস্পতিবার : দুর্নীতির অভিযোগের তিরে এখন যন্ত্রণায় বিজেপি। এইসব তিরে বিদ্ধ কতটা তা পরে জানা যাবে। কিন্তু বর্তমানে সুষমা, বসুন্ধরার পর আর এক বিজেপি নেত্রী মহারাষ্ট্রের মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী পঙ্কজা মুন্ডে টেন্ডারে দুর্নীতির অভিযোগে চলে এলেন অভিযুক্তের তালিকায়। সঙ্গে সেই পুরনো বিতর্ক শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন নিয়ে সামিল হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। চার মহিলাকে নিয়ে এখন নাজেহাল বিজেপি।

শুক্রবার : ফের সারদা। ফের মদন উঠলেন কোর্টে। জামিন হল না। তবে মদনের আইনজীবী মদনের সঙ্গে একই আসনে বসালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর দাবি একই দোষে দোষী মদন কেন ভেতরে আর মমতা কেন বাইরে? উপস্থিত সকলে হতবাক। হতবাক বাঙলাও।

● **সবজান্তা খবরওয়ালা**

হাজারো ব্যবস্থা সত্ত্বেও কলকাতা ভাসবেই

বরুণ মণ্ডল

কলকাতায় এখনও পর্যন্ত ভারী বর্ষণ শুরু না হলেও বর্ষার মোকাবিলায় সাজ সাজ রব শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা পুরসভার অন্দরে। গত ১৯ জুন কলকাতা মহানগরীতে বর্ষার বৃষ্টি ঢুকে গিয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই চালু হয়েছে ২৪ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম (ফোন নম্বর : ২২৮৬–১২১২/১৩১৩/১৪১৪ এবং ৯৮৩০৩২৪৩৩০)। নিকাশি ও উদ্যান এবং বাগান দফতর সহ হাজারো তথ্য সমৃদ্ধ 'অ্যাকশন প্ল্যান টু মিটিগেট ফ্লাড, সাইক্লোন অ্যান্ড ওয়াটার লগিং' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও সারা শহরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে খোলা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। যন্ত্রপাতি নিয়ে সেখানে ২৪ ঘন্টা ঘাঁটি গেড়েছেন নিকাশি দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ররা। এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও মুম্বইয়ের মতো যদি একটানা ভারী বর্ষণ কলকাতাতেও হয় তাহলে এই প্রস্তুতি কলকাতাকে কতটা স্বস্তি দেবে, তা নিয়ে কিন্তু কলকাতার সমস্ত পুরপ্রতিনিধিদের নিকট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর (প্রদীপ) প্রশ্ন ছিল বর্ষার আগে শহরের নিকাশি ব্যবস্থার প্রতি নজর দিয়ে ঠিক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? উত্তরে তারকবাবু জানান, কলকাতাবাসীকে আশ্বস্ত করতে পারি, বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে কলকাতা ভাসবে না। প্রসঙ্গত, বর্ষা ঋতুতে পুরো নিকাশি দফতরের কর্মীরা রবিবার ছুটির দিনেও কাজে লিপ্ত থাকবে।

কলকাতার 'ওয়াটার লগিং' বিষয় পুর প্রকাশিত গ্রন্থে কলকাতার 'মেজর ওয়াটার লগিং পয়েন্টস' তালিকায় ২৪৬টি স্থানের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই তালিকায় সর্বাধিক ওয়াটার লগিং পয়েন্টস রয়েছে নবগঠিত ১৬ নম্বর বরোর সাতটি ওয়ার্ডে। পকেট সংখ্যা ৬৬টি। এর মধ্যে ১২৫ (ঠাকুরপুকুর পশ্চিমপ্রান্ত) ও ১২৬ (বেহালা শখেরবাজার) নম্বর ওয়ার্ডের ১৭টি করে স্থানকে শহরের 'মেজর ওয়াটার লগিং পকেটস' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এর জন্যই বোধহয় 'বেহাল বেহালা' উপমাটিও চেপেছে বেহালার গায়ে। প্রসঙ্গত, একটি ওয়ার্ডে ১৭টি 'ওয়াটার লগিং পকেটস' কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে এই দু'টি ওয়ার্ড বাদে আর কোনও ওয়ার্ডে নেই। বেহালার মূল সমস্যা, এখানে নিকাশি নালা তৈরি হলেও ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের কাজ আজও অসম্পূর্ণ। সারা কলকাতার বিভিন্ন 'ওয়াটার লগিং পয়েন্টস'গুলির সংস্কারে ১৩২টি মজদুর টিম আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত নিকাশি নালা সংস্কারের কাজ করবে। ১০ নম্বর বরোতে ১২ জন মজদুর, ৫ ও ৮ নম্বর বরোতে ১১ জন মজদুর, ৯ নম্বর বরোতে ১০ জন মজদুর সর্বাধিক সংখ্যায় রয়েছে। এবং সারা কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৮৬টি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন যা বর্ষার সময় সচল থাকবে। এবং এরই সঙ্গে সচল থাকবে শহরের ৫টি (কেওড়াপুকুর, গার্ডেনরিচ, বাঘাযতীন, হাতিসুড় ও বাঙুর) 'সোয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টস'। এদিকে পুর নিকাশি দফতরের ইঞ্জিনিয়রদের স্বীকারোক্তি, শহরের নিকাশির হাল বর্তমানে যে জায়গায় রয়েছে, তাতে টানা বৃষ্টি হলে জল জমবেই। তবে এতদিন উত্তর কলকাতাতে সব থেকে বেশি জল জমতো, এখন উত্তরের তুলনায় দক্ষিণ কলকাতাতেই সব থেকে বেশি জল জমছে। তাঁদের আশঙ্কা এবারও বর্ষায় বানভাসি হতে পারে বেহালার বিস্তীর্ণ এলাকা, যাদবপুর, পার্ক সার্কাস এবং বাইপাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

এখন প্রশ্ন উঠছে, শহরের ব্রিটিশ আমলের নিকাশি নালার আমূল সংস্কার, বেহালা ও যাদবপুরের নয়া ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা গড়া, গত প্রায় ১০টি পুর বাজেটের সিংহভাগ নিকাশি খাতে ব্যয় বরাদ্দ তা সত্ত্বেও কলকাতা শহর বানভাসির কারণ কী? নগর বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, টালি নালার জল প্রবাহে মেট্রো রেলের থামের বাঁধা, বেলেঘাটা খালে একাধিক সেতু নির্মাণ এবং খালের পাশে বস্তি ও কলকারখানার আবর্জনা জলের স্বাভাবিক গতিকে কমিয়ে দিয়েছে। বেহালা–জোকার কাছে চড়িয়াল খালের মেট্রোর অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ এবং 'টাউন আউটফলে'র অর্ধেকটা পলিতে বুজে থাকার ফলে সারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হলেই বানভাসি অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

ভাসবে কোথায়...

- ● দমদম রোড
- ● হাতিবাগান জংশন
- ● নারকেলডাঙা মেনরোড
- ● মানিকতলা আন্ডারপাস
- ● মুক্তারামবাবু স্ট্রিট
- ● আমহার্স্ট স্ট্রিট
- ● সূর্য সেন স্ট্রিট
- ● বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট
- ● তিলজলা লেন
- ● ডোভার টেরেস
- ● দেশপ্রিয় পার্ক
- ● বডিগার্ড লাইন
- ● তারাতলা
- ● লেকগার্ডেন্স
- ● ঝিল রোড
- ● যোধপুর পার্ক
- ● সুকান্ত পল্লি
- ● পূর্বলোক

মৃতের পরিবারকে দেখতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার বিধায়ক

মেহেবুব গাজি

বাসুলডাঙার পঞ্চগ্রামে খুনের ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার সকালে দাগিড়াতে মৃত জুলফিকার কয়ালের (৪০) পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে চরম হেনস্থার মুখে পড়লেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদার। দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিধায়ককে ঘিরে ধরে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার সহ এলাকার বাসিন্দারা। বিধায়কের কাছে মৃতের পরিবারের লোকজনেরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'মঙ্গলবার সকালে খুনে মূল অভিযুক্ত ভোলা ভুইঞাকে কেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? এরপর পুলিশ গ্রেফতার করার পরেও কিভাবে ছাড়া পেল?' কোনও উত্তর দিতে না পারায় মৃতের পরিবারের লোকজনেরা দীপকবাবুকে হাত ধরে টেনে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মৃতের স্ত্রী মাহানুর বিবি বিধায়ককে বলেন, 'গত সোমবার সকাল থেকে আমার স্বামী নিখোঁজ ছিল। পুলিশের কাছে জানিয়েছিলাম। তখন তো কই থানাতে গিয়ে পুলিশকে চাপ দিয়ে স্বামীকে উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা নেননি। জলজ্যান্ত লোকটা খুন হয়ে যাওয়ার পর এখন ভোটের রাজনীতি করতে এখানে এসেছেন? আপনার কোনও সাহায্যের দরকার নেই আমাদের। আপনি চলে যান।' বিক্ষোভ সামলে বিধায়ক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, 'ভীষণ মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ভোলা গ্রেফতার হয়েছে। খুনের সঙ্গে জড়িত বাকি দুষ্কৃতীরা যাতে খুব শীঘ্রই ধরা পড়ে তার জন্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের জানাব। মৃতের পরিবারকে সাহায্যের কথাও ভাবা হচ্ছে।' পাশাপাশি এদিন দুপুরে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ মনমোহিনী বিশ্বাস। তিনি জানান, 'এই খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে আগেই জানিয়েছি। পুলিশ মূল অভিযুক্ত ভোলাকে গ্রেফতার করেছে। বাকিদের দ্রুত গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে আবার বলব। মৃতের দুই ছেলেমেয়ের পড়াশুনা যাতে বন্ধ না হয়, তার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিয়েছি। মৃতের স্ত্রীর কর্মসংস্থানেরও চিন্তাভাবনা করছি।'

এরপর পাঁচের পাতায়

ভরা বর্ষায় দুর্যোগ রুখতে তৈরি প্রশাসন

কুনাল মালিক

ভরা বর্ষার সঙ্গে নিম্নচাপ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে ভারি বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। নদী উপকূলবর্তী বাসন্তী, সাগর, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, নামখানা ব্লকে নদীগুলোতে জল স্তর বাড়ছে। কোথাও কোথাও নদী বাঁধ ভাঙার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া দফতরও ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়ায় নবান্নে কয়েকদিন আগে মুখ্যসচিব ত্রাণ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং সিভিল ডিফেন্সের আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উর্দ্ধতন প্রশাসনকেও সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষ করে আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন এলাকার দ্বীপগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে, প্রশাসন যাতে চট জলদি ব্যবস্থা করতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক দেবর্ষি রায় জানালেন, ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটি ব্লকে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে ত্রিপল, খাদ্য সামগ্রী ও ঔষধ। প্রয়োজনে প্যাকেটজাত পানীয় জলও পৌঁছে দেওয়া হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সিভিল ডিফেন্সের এডিসি প্রবীর কুমার সরকার বলেন, বাসন্তী, কাকদ্বীপ এবং পাথর প্রতিমায় সিভিল ডিফেন্সের স্পিড বোট নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক ও ওয়াটার উইংস টিম আছে। কাকদ্বীপ এবং ক্যানিং-এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও জরুরি পরিষেবা দেওয়ার যন্ত্রপাতি মজুত করা দুটি রেসকিউ গাড়ি রাখা আছে। দেবর্ষি বাবু এবং প্রবীর বাবু দুজনেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা প্রশাসনের আছে।

যোগাসন এখন রাজনীতিকদেরই বেশি দরকার

ওঁকার মিত্র

১১ ডিসেম্বর, ২০১৪। এই দিনটিতেই ১৭৭টি দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় বসে স্থির করে ২১ জুন প্রতিবছর বিশ্ব যোগ দিবস হিসাবে সমগ্র পৃথিবীতে পালন করা হবে। কেন এমন সিদ্ধান্ত? ভারতকে খুশি করতে রাষ্ট্রপুঞ্জ কি উঠে পড়ে লেগেছে? ভারতের বাজার দখল করতে ১৭৭টি দেশের এটা কি একটা নতুন চাল? ভারতের রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদিকে প্রতিষ্ঠা করতে নতুন কোনও কূটনৈতিক কৌশল? যোগের মাধ্যমে কোনও ব্যবসায়ী স্বার্থ চরিতার্থ করার চক্রান্ত চলছে? নাকি ১৭৭টি দেশ হিন্দুত্বের সনাতনী আদর্শে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল? কোনও যুক্তি ছাড়াই কি রাষ্ট্রপুঞ্জ যোগকে গুরুত্ব দিতে চলেছে যা এতগুলো দেশ মুখ বুজে মেনে নিল? বিশ্ব যোগ দিবস প্রতিষ্ঠার পিছনে রাষ্ট্রপুঞ্জ যে কারণ দিয়েছে তাতে এতগুলি প্রশ্নের একটাই সংক্ষিপ্ত উত্তর 'না'। দেশ–কাল–বর্ণ–ধর্ম–জাতি–ধনী–গরিব–রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে রাষ্ট্রপুঞ্জ বলেছে যোগ একটা বিজ্ঞান। শারীরিক ও মানসিকভাবে সতেজ ও সুস্থ থাকতে পৃথিবীতে বসবাসকারী যে কোনও মানুষের জীবনে যোগাসন অপরিহার্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই উপলব্ধি মোটেই কারোর আবেদন মঞ্জুর বা কয়েকদিনের নয়। দীর্ঘদিন ধরে নানা দেশের মানুষ টেনশন, অবসাদ, হতাশা থেকে বাঁচতে যোগকে আশ্রয় করেছে, ফল পেয়েছে। তারই ফল যোগ সাধনার স্বীকৃতি।

ইতিহাস ও পরম্পরা বলছে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি পতঞ্জলি ভারতবর্ষের এই পূণ্যভূমিতে যোগ সাধনার প্রচলন করেন। অনেকে বলেন তারও আগে থেকে ভারতে যোগ চালু আছে। সে যাই হোক মহর্ষি পতঞ্জলি প্রথম অষ্টাঙ্গ যোগের এক সূত্র আমাদের শিখিয়ে ছিলেন। যার মধ্যে আছে যম–নিয়ম–আসন–প্রণায়াম–প্রত্যাহত–ধারণা–ধ্যান–সমাধি। এই পদ্ধতিতেই আমাদের বহু যোগী–ঋষি সিদ্ধিলাভ করেছেন, সমাধিতে নিমগ্ন হয়েছেন, ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। কিন্তু এ এক কঠিন পথ। সংসার–লোভ–লালসা–মোহ–মায়া–মমতা–কামনা–বাসনা থাকলে এই সাধনা সম্ভব নয়। এই পথে প্রথমে অহিংস ও সত্যনিষ্ঠ (যম) হতে হয়। নানা নিয়ম মেনে শরীর ও মনের শুদ্ধিকরণ (নিয়ম) করতে হয়। দেহের ও মনের সুস্থতা (আসন) রক্ষা করতে হয়। শ্বাস–প্রশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম) আনতে হয়। ইন্দ্রিয়কে জয়ের দ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধাদির প্রতি আসক্তি (প্রত্যাহার) কমিয়ে ফেলতে হয়। অন্তর্মুখী মনকে এক জায়গায় স্থির (ধারণা) করতে হয়। এরপর ওঁকার জপ করে সর্বব্যাপ্ত, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মপরমেশ্বরকে সর্বত্র অনুভব করে তাঁর দিব্য স্বরূপে বিলীন (ধ্যান) হয়ে যেতে হয়। এইসব কঠিন পদ্ধতি পালন করলে তবেই সকল বিচার থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ আর স্বভাবকে প্রকাশিত করে মন শূন্যে স্থির (সমাধি) হয়। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে এই সাধনা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্ঞানী–গুণি ব্যক্তিরা দেখেছেন এই অষ্টম সূত্রের তৃতীয়টি অর্থাৎ আসনকে অভ্যাস করলে হিংসা–দ্বেষ–হতাশা–অবসাদ–কুচিন্তা দূর হয়ে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। এই যোগসূত্রের আসনকেই আমরা একসঙ্গে যোগাসন বলে থাকি। এর ফল এতই আকর্ষণীয় যে বিদেশিরাও একে অবলম্বন করে শান্তি লাভ করতে চাইছেন। এখন অবশ্য এর পরের ধাপ প্রাণায়ামও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অতএব এই যোগাসন কোনও ধর্ম–বর্ণে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক মানুষকেই সে হিন্দু–মুসলমান–খ্রিস্টান–শিখ–ইহুদি যে ধর্মেরই হোন না কেন যোগ অভ্যাস তাকে মানসিক ও শারীরিক শান্তি দিতে পারে। এই উপলব্ধি থেকেই রাষ্ট্রপুঞ্জ কোনও বিরোধিতা ছাড়াই যোগকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। কাকতালীয় ভাবে এই সময় ভারতবর্ষে কট্টর জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি ক্ষমতায়। ফলে তারাই এর প্রচার ঘটিয়ে কৃতিত্বটা দাবি করছে।

এখন প্রশ্ন আজকে আমাদের এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সত্যি কি যোগাসন প্রয়োজনীয়? আশাকরি একশো শতাংশ মানুষ বলবেন 'হ্যাঁ'। কারণ ধর্ম–বর্ণ, ধনী–গরিব, স্ত্রী–পুরুষ নির্বিশেষে স্কুলের ছাত্র থেকে তাবড় রাজনীতিক প্রত্যেকে প্রতিদিন কুকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন। খুন–ডাকাতি–ধর্ষণ–দুর্নীতি–অসহিষ্ণুতার খবর ভরিয়ে দিচ্ছে সংবাদপত্রের পাতা। ক্রমশ এই প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষ করে রাজনীতিকরা দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। দেশ পরিচালনার ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন তারাও এর বাইরে যেতে পারছেন না। নানা কটূক্তি, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। ধনী, জীবনে সফল নামি ব্যক্তিরাও যেন কেমন লহমায় বদলে যাচ্ছেন। তাঁরই সহ নাগরিক, একই পৃথিবীতে একসঙ্গে বাস করছেন অথচ তাদের প্রতি কোনও ভালবাসা নেই, দরদ নেই। সাধারণ খেটে খাওয়া, প্রতিদিন লড়াই করা মানুষের মধ্যে এখনও যে মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে তা দেখা যাচ্ছে না রাজনীতিক ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে। ফলে কোনও ধর্মের গন্ডির মধ্যে যোগাসনকে আবদ্ধ করার মত মুর্খামি না করে উচিত নিজেদের যোগাসন করা অন্যদের উৎসাহিত করা। ভারতের প্রায় সব রাজ্যের মানুষের মধ্যে যোগ স্বীকৃতি পেলেও কিছু কিছু বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক ও মানুষের মধ্যে কোনও ধর্মের বিরাগভাজন বা ভোট হারাবার ভয় কাজ করছে। বোঝা গেল স্বাধীনতার সময় থেকে বাংলার আত্মহননের যে স্রোত চলছে তা এখনও শেষ হয় নি। আগের শাসকরা এই আত্মহননে হাত পাকিয়েছেন। এখন বর্তমান শাসকরাও সেই পথেই নিজেদের রপ্ত করছেন।

বর্ষার আবাহনে নয়া উচ্চতার সন্ধানে নিফটি

ফের তেজিয়ান শেয়ার বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

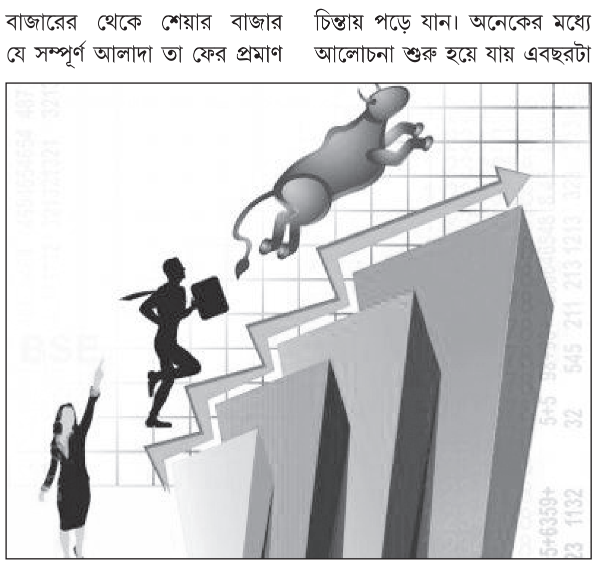

শাক সব্জি বা আমিষের বাজারের থেকে শেয়ার বাজার যে সম্পূর্ণ আলাদা তা ফের প্রমাণ হল জুন মাসের মধ্যগগনে এসে। যে ভারতীয় বাজার গত এপ্রিল মাসের পর থেকে টানা পড়তে শুরু করেছিল তা হঠাৎ করেই ভোজবাজির মতো বাড়তে শুরু করেছে নব উৎসাহে। উল্লেখ্য, গত মে মাসের কয়েকটা দিন বাজারে সামান্য উঁচুর দিকে হেলদোল দেখা দিলেও এবারের মতো টানা বাড়বাড়ন্ত বহুদিন দেখা যায়নি এদেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে। আট হাজারের গড় রক্ষা করে নিফটি মে মাসে আট হাজার পাঁচশোর দিকে ধাবিত হয়েছিল।

সেটাই আবার ভয়ঙ্কর ভাবে পড়তে শুরু করে মে মাসের শেষ অধ্যায় থেকে। যা লাগাতার জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়েও চলতে থাকে। মে মাসে ৮ হাজার রক্ষা পেলেও এবার হঠাৎ করেই সেই দূর্গ ভেঙে গুড়িয়ে ৭,৯৫০–এর তলদেশে চলে আসে নিফটি। যথারীতি একদল বিশেষজ্ঞ তেড়েফুঁড়ে বলতে শুরু করে দেন, এবার আর রেহাই নেই। বাজার চলে যেতে পারে ৭ হাজার কিংবা ৬ হাজারের ঘরে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ লগ্নিকারীরা বেজায় চিন্তায় পড়ে যান। অনেকের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায় এবছরটা যদি এতটাই খারাপ যায় তাহলে এখন কেনাবেচা বন্ধ করে হাতে যা মূলধন আছে তা রেখে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখান থেকেই পরিস্থিতি গেল বেমালুম পাল্টে। গত ১১ জুন এবং ১২ জুন ভারতীয় নিফটির অবস্থান ছিল ৭,৯৫০ থেকে ৭,৯৮০–এর মধ্যে। কর গোণা শুরু হয়ে গিয়েছিল, ব্যস এবার সেই অন্তিমকাল উপস্থিত। যার জেরে নিফটি এবং সেনসেক্স–এর মতো দুই হেভিওয়েট সূচক ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকবে। বিশেষ করে বিদেশিরা যেভাবে ক্রমাগত বিক্রি করে চলেছিল তাতে এই সন্দেহের দাবানল গড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক। এখান থেকেই গত ১২ জুন অর্থাৎ শুক্রবার একেবারে শেষ আধ ঘন্টায় ম্যাজিকের মতো ঘুরে দাঁড়ায় বাজার। তারপর শনি রবি দুটি দিন ছুটি কাটিয়ে যে সপ্তাহটি শুরু হয় সেই ১৫ জুন থেকে এই লেখার সময় পর্যন্ত টানা আটদিন বেড়ে অবশেষে সামান্য নিচে বুধবার অর্থাৎ ২৪ জুন বন্ধ করেছে ভারতীয় মার্কেট। এতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ জুন মাসের পরিধি কাটিয়ে এবার নিফটি তথা বাজার প্রবেশ করতে চলেছে জুলাই মাসের কক্ষপথে।

যেভাবে বাজার ‘ইউ টার্ন’ নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিফটি ফের তার পুরনো উচ্চতা অর্থাৎ ৯ হাজারের গন্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে ‘আপ মুভ’ নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। হতে পারে আগামী দু তিন বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০১৮ কিংবা ’১৯এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

কারণ বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার ‘সিপ’ সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না। অনেক সময় দেখা যায় ফাটকা বা ইন্টার ডে ট্রেডিংয়ের ফলে দিনে দিনে বেশ মোটা লাভ করা সম্ভব হয়। পরেই আবার দেখা যায় একটা ভালো অংশের টাকা খোয়া গিয়েছে ওই একই ফাটকার লোভের কারণে। কোনও অবস্থায় যদি ইন্টার ডে বা ফাটকার খেলায় অংশগ্রহণ করতে হয় তবে এটা মাথায় রাখতে হবে আপনার যেন সেই পরিমাণ অর্থ ‘ব্যাক আপ’ বা তৈরি থাকে সবসময়। আপনি যদি ফাটকার জালে আটকেও যান তবে সেই টাকা দিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্তত সেই শেয়ার ধরে রাখা যায়। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ যারা তাঁরা ফাটকা থেকে দূরে থাকতে সর্বদা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাও যদি নেহাত করতেও হয় তবে স্টপলস বা কেনা দামের থেকে ২ শতাংশ নিচে যদি দাম চলে যায় তবে সেই দিনে ক্ষতি মেনে নেওয়া বা লস বুক করে নেওয়া উচিত। ফাটকার ক্ষেত্রে লাভের রকমসকমও অনেকটা একরকম। ২–৩ শতাংশ দাম যদি বেড়ে যায় তবে অতি অবশ্য বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলা উচিত। মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে মোদি সরকার দিল্লির গদিতে আসীন হওয়ার পর থেকে আপাতত নির্বিঘ্নে গেলেও ইন্টার ডে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে এই সব উটকো ঝামেলার কথা মাথায় রাখা দরকার। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে মালামাল হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ জুন – ৩ জুলাই, ২০১৫

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

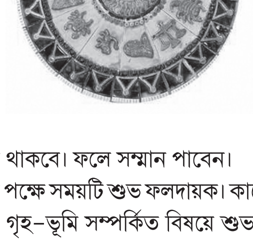

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।

প্রাইমারি টেট ৩০ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা তথা স্কুল সার্ভিস কমিশনের টেট ৩০ আগস্ট হচ্ছে না। তার বদলে ওইদিনই নেওয়া হবে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিকের টেট। এই পরীক্ষায় যারা এবারই প্রথম বসতে চলেছেন তাদের দরখাস্ত পূরণ শুরু হবে সম্ভবত ২১ জুন, চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত।

উল্লেখ্য,এর আগে ১২ জুন সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেট–এর সম্ভাব্য তারিখ ৩০ আগস্ট বলে ঘোষণা করে দিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। উচ্চপ্রাথমিকের শিক্ষকপদের প্রার্থীরা মানসিক প্রস্তুতি নেওয়াও শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে ওইদিনই নাকি প্রাথমিক টেট নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেছে স্কুল শিক্ষা দফতর। একই সরকারের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগের মধ্যে এই তীব্র সমন্বয়হীনতার দৃষ্টান্তকে প্রকট করে তুলে এবং অবশ্যই প্রার্থীদের বিভ্রান্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, স্কুল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে এসএসসি–র টেট এগিয়ে আনা বা পিছোনো হবে।

শিক্ষামন্ত্রী কথার সূত্র ধরে ২২ জুন স্কুল সার্ভিস কমিশনের বৈঠকে উচ্চপ্রাথমিকের টেট–এর জন্য নতুন করে ১৬ আগস্ট দিনটিকে নির্দিষ্ট করা হয়। বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। কিন্তু সম্মতি মেলেনি স্কুল শিক্ষা দফতরের। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৬ আগস্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের টেট হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। প্রশাসনিক কারণেই এই সিদ্ধান্ত। এর ফলে, উচ্চপ্রাথমিক তথা পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের টেট করে নেওয়া হবে তা নিয়ে যেমন ধোঁয়াশা তৈরি হল, তেমনই কার্যত বিশ বাঁও জলে চলে গেল নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাটিও (এসএলএসটি)। ইতিমধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন ১৬ জুন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অনলাইন দরখাস্তে কোনওরকম তথ্যগত ভুল হলে তা সংশোধন করার জন্য উপযুক্ত নথিপত্র–সহ একটি আবেদনপত্র পাঠাতে হবে কমিশনের এই হেল্প–লাইন ইমেলে : wbcsschelpline@gmain.com

২০১৪–য় টেট–এ বসার জন্য যারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা করেছিলেন

- ট্র্যানজাকশান আইডি বা ইউনিক আই ডি ও টাকা জমার তারিখ–সহ ব্যাঙ্কে ডিপোজিট স্লিপ নিয়ে ২৩ জুন পর্যন্ত www.wbresults.nic.in ওয়েবসাইটে গিয়ে ফর্ম রেজিস্ট্রেশন।
- একই ওয়েবসাইট থেকে অ্যাডমিট কার্ডের দুটি প্রতিলিপি ডাউনলোড করা যাবে ১ জুলাই পর্যন্ত।
- কোনও সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কোনও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে অ্যাডমিট কার্ডের প্রতিলিপি প্রত্যায়িত করাবেন।

২০১২–য় টেট–এর অ্যাডমিট কার্ড যারা পেয়েছিলেন

- ওই অ্যাডমিট কাড দেখিয়েই এ বছর পরীক্ষায় বসা যাবে।
- ওই অ্যাডমিট কার্ডে যে–পরীক্ষা কেন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে, এবারও সেখানেই পরীক্ষা।
- যোগ্যতা আপগ্রেড বা জাতিগত পরিবর্তন হলে ও এম আর শিটেই তা লেখার জায়গা থাকবে।
- ২০১২ সালের যে প্রার্থীরা ২০১৪ সালে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টেট–এ বসার কনফার্মেশন করিয়ে অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড পেয়েছিলেন, তাঁরা সেই অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড ও ২০১২–র অ্যাডমিট কার্ড দেখিয়ে এবারের পরীক্ষায় বসতে পারবেন। অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডে প্রার্থীরা রোল নম্বর ও পরীক্ষাকেন্দ্রের উল্লেখ আছে।

যারা এবারের টেট–এর জন্য নতুন করে আবেদন করবেন

- পর্ষদ এখনও কিছু ঘোষণা না করলেও ২৯ জুন থেকে দরখাস্ত পূরণ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা, চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত।

কাজের খবর

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

লিখিত পরীক্ষা সেপ্টেম্বর মাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে কয়েক হাজার অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে। চলিত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। পরীক্ষা নেবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এই পরীক্ষায় সফল হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে গ্রুপ–এ অফিসার (স্কেল ওয়ান, স্কেল টু এবং স্কেল থ্রি) এবং গ্রুপ বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। এই ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। এগুলি হল : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (মুর্শিদাবাদ), পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (হাওড়া) এবং উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (কোচবিহার)।

দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি পেতে আগ্রহীদের আইবিপিএস–এর এই অনলাইন পরীক্ষায় সফল হতে হবে। এরপর সফলদের ইন্টারভিউ, গ্রুপ–ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ডাকবে বিভিন্ন গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। তাতে সফল হতে নিয়োগ পত্র পাবেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আইবিপিএস–এর এই পরীক্ষার নাম ‘কমন রিটন এক্সামিনেশন ফর রিক্রুটমেন্ট অব অফিসারস (স্কেল ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি)। অ্যান্ড অফিস অ্যাসিসস্ট্যান্টস (মাল্টিপারপাস) ইন রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কস।’

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইবিপিএস–এর লিখিত পরীক্ষা দিতে পারবেন এইসব যোগ্যতা থাকলে।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে : যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে যে–এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা (পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরারক্ষেত্রে বাংলা এবং হিন্দীভাষী রাজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দি) জানতে হবে এবং সেই ভাষা মাধ্যমিক বা সমতুলস্তরে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে : যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্টেন্সি যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং সেই ভাষা মাধ্যমিক বা সমতুলস্তরে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকেল অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

অফিসার স্কেল–টু (স্পেশ্যালিস্ট অফিসার) পদের ক্ষেত্রে : আই টি অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বরসহ ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশনে, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি—যে কোনও একটিতে স্নাতক। এ এস পি, পি এইচ পি, সি++, জাভা, ভিবি, ভিসি, ওসিপি ইত্যাদি কম্পিউটার–সংক্রান্ত বিষয়ে সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সিএ) সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ল অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ আইনে স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে ওকালতি অথবা কোনও ব্যাঙ্কে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। মার্কেটিং অফিসার : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে এমবিএ ডিগ্রি। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ট্রেজারি ম্যানেজার : ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সিএ) অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ফিনান্সে এমবিএ ডিগ্রি। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। এগ্রিকালচারাল অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার— যে কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি বা সমতুল। সঙ্গে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

অফিসার স্কেল–থ্রি পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ যে কোনও বিষয়ে স্নাতক বা সমতুল। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে–কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

বয়স : ১–৭–২০১৫ তারিখে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল টু পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–থ্রি পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা শুধুমাত্র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

লিখিত পরীক্ষার ধরনধারণ : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে আইবিপিএস–এর অনলাইন পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু’ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু’ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনানশিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু’ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–টু (স্পেশ্যালিস্ট ক্যাডার) পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং, ৪০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনানশিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ২০নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ এবং ৪০ নম্বরের প্রফেশনাল নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় আড়াই ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–থ্রি পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনানশিয়াল অ্যাওয়্যারনেস, ৪০ নম্বরে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু’ঘন্টা।

সবক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে ইংরেজি ভাষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর লিখলে তাও ভুল উত্তর হিসেবে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গে লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, ডোমকল, হুগলি, হাওড়া ও কল্যাণী।

স্কোর ও স্কোর কার্ড : লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি বিভাগে এবং সামগ্রিকভাবে একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট নম্বর যাঁরা পাবেন তাঁদেরই পরীক্ষার স্কোর দেওয়া হবে এবং পরীক্ষায় সফল বলে ধরা হবে। এই ন্যূনতম নম্বর ঠিক হবে সাধারণ ক্যাটেগরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গড় ১৪/৪ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গড় ৩/৪ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হিসেবে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ অক্টোবর মাসে।

লিখিত পরীক্ষায় সফলদের কাছে পরীক্ষার স্কোর কার্ড পাঠানো হবে। এই স্কোর বৈধ থাকবে ইস্যু হওয়ার তারিখ থেকে ১ বছর।

কীভাবে আবেদন করবেন : আই বি পি এস–এর এই লিখিত পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করবেন প্রতিষ্ঠানের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু–ই মেল ঠিকানা থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৮ থেকে ২৮ জুলাই। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার—দু’টি পদের জন্যই আলাদা দরখাস্ত পূরণ করে ও ফি দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। তবে অফিসার পদে যে কোনও ও সই স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখতে হবে। নিজের পাসপোর্ট মাপের একটি সাম্প্রতিক রঙিন ফটো (হালকা ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা) ২০০×৬০ পিক্সেলে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজে স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখবেন।

ফটো ও সই ২০০ ডিপিআই স্ক্যানার রেজলিউশনে ট্রু–কালারে স্ক্যান করে জেপিজি বা জেপিই ফরম্যাটে সেভ করবেন দুটি আলাদা আলাদা ফাইলে।

এরপর অনলাইনে দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে তা অনলাইনেই ‘সাবমিট’ করবেন। দরখাস্ত গৃহীত হলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি টুকে রাখবেন। এরপর পূরণ করা দরখাস্তটির একটি প্রিন্ট আউট নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

ফি প্রদান : ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা, তফসিলি দৈহিক প্রতি ৬০০ টাকা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/ম্যায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আই এম পি এস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কবি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

কললেটার: অনলাইন পরীক্ষার কললেটার প্রার্থীদের কাছে ডাকে পাঠানো হবে না। আইবিপিএস–এর ওয়েবসাইট থেকে কললেটার ডাউনলোড করা যাবে ১৯ আগস্টের পর থেকে।

দেশের ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, যেগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই লিখিত পরীক্ষার স্কোর গ্রাহ্য হবে তার তালিকা এবং বিশদ তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.ibps.in

পুলিশ শুনবে অন্য সমস্যাও

কুনাল মালিক : এবার থেকে রাজ্যের পুলিশ থানা ছেড়ে আম জনতার দরবারে হাজির হবে মানুষের নানা অভাব অভিযোগ শুনতে। এবং সেইসব অভিযোগ রিপোর্ট আকারে তৈরি করে সরকারি বিভিন্ন দফতরের কমিশনারদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিছুদিন আগে রাজ্য পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রতিটি থানায় সেই মর্মে আদেশ এসেছে। এতদিন বিডিও জনপ্রতিধিরাই মানুষের নানা অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী তাদের ওপর আর ভরসা করতে পারছেন না। সামনেই বিধানসভা ভোট। তাই তিনি প্রত্যন্ত গ্রামের সঠিক চিত্র পুলিশের মাধ্যমেই জানতে চাইছেন। সম্প্রতি চোখে পড়ল বজবজ, বিষ্ণুপুর, নোদাখালী থানা এলাকায় ‘পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে’’র বোর্ড লাগিয়ে খাতা পত্র নিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা বসছেন। অনেক মানুষ ভাবছেন এলাকায় এক নতুন পুলিশ ফাঁড়ি হল। গত রবিবার নোদাখালী থানা এলাকার নর্থ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ট্রেকার স্ট্যান্ডে দেখা গেল সকাল থেকেই দুই পুলিশ অফিসার পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের বোর্ড লাগিয়ে বসেছেন। কৌতুহলী মানুষও ভিড় জমান। ওই কেন্দ্রের পুলিশ অফিসার নজরুলবাবু জানালেন, মারামারি, গন্ডগোল হলে মানুষরা তো থানায় যাবেন। সে ধরনের সমস্যা জানতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ পানীয় জলের সমস্যার কথা জানতে। দেখা গেল বেশ কয়েক জন মানুষ তাদের সমস্যার কথা লিপিবদ্ধও করেছেন। নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা জানালেন, এবার থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে এই সহায়তা কেন্দ্র হবে। যে গ্রামে হবে তা আমরা প্রচারও করে দেব। রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আদেশ অনুযায়ী আমরা এটা করছি। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সত্যিকারের রিপোর্ট যদি পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেনে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন, তাহলে মা–মাটি–মানুষেরই মঙ্গল হবে।

চিকিৎসকের কটুক্তি রঙ লাগছে রাজনীতির

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: সোনারপুরের খেয়াদায় দন্ত চিকিৎসক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস এক মহিলাকে কটুক্তি করত বেশ অনেক দিন ধরে। গত ২১ তারিখ রবিবার রাতে সেই মহিলাকে ফের কটুক্তি করলে স্থানীয় বাসিন্দারা এক জোট হয়ে চিকিৎসককে মারধর করে। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রীকেও মারধর করায় চিকিৎসক সোনারপুর থানায় এফআইআর করে। অভিযুক্ত সেই মহিলারা একজোট হয়ে থানায় শ্লীলতাহানির পাল্টা অভিযোগ করে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। এই ব্যাপারে মহিলাদের দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এক ভ্যান চালক প্রবীর মিস্ত্রি। তাকে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। এর আগে এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় দুপক্ষের সঙ্গে একটা মিটমাটের বন্দোবস্ত করে থানার আইসি অনিল রায়। সেখনে উপস্থিত থাকেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভাস মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ সব মিটে যাওয়ার পর এলাকায় এসে চিকিৎসক ওই মহিলাকে বলে কিছু করতে পারলি? থানায় মিটে গেল এবার এখানে আমাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল। আমার টাকা আছে তোরা কিচ্ছু করতে পারবি না। এই কথা কাউন্সিলর বিভাসবাবু শুনে বলেন এ ধরনের অসভ্য নোংরা প্রকৃতির লোক কিভাবে ডাক্তারি করছেন আমি ভাবতে পারছিনা। চিকিৎসকের হয়ে মঙ্গলবার বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় সোনারপুর থানায় এসে পুলিশকে সঠিকভাবে পদক্ষেপ নিতে বলেন। আরও বলেন ওই মহিলারা যে চিকিৎসকের নামে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছে সেটা হাস্যকর। হঠাৎ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে এই ব্যাপারে ঢুকতে দেখে সবার প্রশ্ন রূপা কি এবার সোনারপুর দক্ষিণ অথবা উত্তর বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন?

চুঁচুড়ায় নারী সম্মান রথযাত্রা বিজেপির

মলয় সুর, চুঁচুড়া : কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ ও কন্যা সন্তানদের শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’য়ের ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার সেই বার্তা পৌঁছে দিতে ২৪ জুন (বুধবার) বিজেপির জেলা সভানেত্রী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা গোটা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দলের মহিলা মোর্চা নারী সম্মান রথযাত্রা আসানসোল থেকে শুরু হয়েছে। এদিন চন্দননগরের তালডাঙা মোড়ে বিজেপির জেলার মহিলা মোর্চার সদস্যরা কেন্দ্রের মহিলা মোর্চার সদস্যদের সম্মান জানান। এদিন রথে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির অল ইন্ডিয়া মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা সম্পাদিকা মায়া অধিকারী। এছাড়া হুগলির সহ–সভাপতি স্বপন পাল প্রমুখরা। এরপর রথ কলকাতায় বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছবে।

চেয়ারম্যানের ক্ষোভ সাংবাদিকের উপর

বাসিন্দারা নাজেহাল ডায়মন্ড হারবারের জলমগ্ন বেহাল রাস্তাঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : এক পশলা বৃষ্টিতেই খানা খন্দে ভরা রাস্তা ছোটখাটো ডোবার চেহারা নিচ্ছে। নৌকার মতো দুলুনিতে চমকে উঠছেন যাত্রীরা। সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলা থেকে তালবেড়ে যাওয়ার রাস্তা। একই সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হলে পড়ায় জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ওই ওয়ার্ডের প্রণবানন্দ সরণী। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বেশ কয়েকবছর আগে মেঠো রাস্তাটিতে পিচ পড়ে। তারপর থেকে রাস্তা ও ওয়ার্ডের নিকাশি–নালার কোনওরকম সংস্কার করা হয়নি। ফলে গোটা রাস্তাতেই অজস্র খানাখন্দ তৈরি হয়ে গিয়েছে। ভরা বর্ষাতে বিপজ্জনকভাবে মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ওয়ার্ডের একাংশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে বারে বারে পুরসভাকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। অথচ ওই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল পাশের লালবাটি ও বোড়ে গ্রামের প্রায় হাজার দশেক বাসিন্দা। বর্ষার মুখে পুরসভার একাধিক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটছে আকছার। ফলে বেজায় সমস্যায় পড়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় ও পুরসভা সূত্রের খবর, পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়নগর থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলা পর্যন্ত পিচ ও ঢালাই দেওয়া প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা বিক্ষিপ্তভাবে ভেঙে রয়েছে। পাশাপাশি ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলা থেকে তালবেড়ে পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটারের বেশি রাস্তায় পিচ ও পাথর একেবারেই উঠে গিয়েছে। গোটা রাস্তা ভরে গিয়েছে ছোট বড় গর্তে। ফলে রাস্তাজুড়ে তৈরি হওয়া গর্তে বৃষ্টির জল জমে ছোট ডোবার চেহারা নিচ্ছে। যানবাহন যাতায়াতের সময় পথচারিদের গর্তের জলে ভিজতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষুব্ধ কাজল মণ্ডল, জয়শ্রী হালদার ও স্বপন হালদাররা বলেন, ‘দীর্ঘদিন থেকে কোনওরকম সংস্কার না হওয়ার কারণে সাইকেল, রিক্সা ও মোটরবাইক চলাচল করা তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে চলাচল করাই দায় হয়ে উঠেছে এই রাস্তায়। প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়ে ওই রাস্তা দিয়েই স্কুল পড়ুয়া, অফিসযাত্রী থেকে সবাইকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলার ও পুরসভাকে বারে বারে জানিয়ে কোনও সুরাহা মেলেনি।’ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় বাধ্য হয়ে ২ কিমি ঘুর পথে ডায়মন্ড হারবারে আসতে হচ্ছে লালবাটি ও বোড়ে গ্রামের বাসিন্দাদের।

পাশাপাশি পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় বর্ষার শুরুতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ। নিকাশি–নালার নোংরা জল উপচে ডুবে গিয়েছে প্রণবানন্দ সরণীর রাস্তা। হাঁটু সমান জমা নোংরা জল পেরিয়েই দিনে–রাতে কাজকর্ম সারতে হচ্ছে সরণীর বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভার পক্ষ থেকে জমা জল সরানোর ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা মিঠু গায়েন ও স্বরাজ গায়েনরা বলেন, ‘আগে থেকেই এলাকার নিকাশি–নালা নোংরা–আবর্জনা পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরসভাকে জানালেও নিকাশি সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা হয়নি।

এবার বর্ষার শুরুতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এলাকা। এখন জমা জল সরানোর জন্য পুরসভা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। খুবই সমস্যার মধ্যে পড়েছি।’ ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুতুল হালদার বলেন, ‘ওই রাস্তা মেরামতের জন্য পুরসভার নজরে আনা হয়েছে। স্কীম পাশ হলেই দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘পাশেই হাইড্রেন তৈরির কাজ চলছে। ওই ড্রেন চালু হলেই দ্রুত জলজমার সমস্যা মিটে যাবে।’ পুরসভার চেয়ারম্যান মীরা হালদার বলেন, ‘কোন কাজ আগে করা উচিত ছিল। আর কোন কাজ পরে করা উচিত ছিল। সেটা আপনাদের কাছে শিখব না। আরও বেশি করে ঘুরে দেখুন কি কি কাজ হয়নি।’ যাদবপুর এবং বেহালার বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলকাতা পুরসভায় সংযোজিত হওয়ার পর এখানকার বাসিন্দাদের যে আশা ছিল তা মেটেনি।

১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হুগলিতে

সুমন করাতি

রাজ্যবাসীর জন্য সুখবর। অনেক সমস্যার জট কাটিয়ে অবশেষে হুগলিতে দশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে বেঙ্গল শ্রীরাম হাইটেক সিটি প্রকল্পে। বন্ধ হয়ে যাওয়া উত্তরপাড়ার হিন্দুস্থান মোটরস কারখানার বাড়তি জমিতে বেঙ্গল শ্রীরাম দশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকও শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে মন্ত্রী সভার শিল্প ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকেবেঙ্গল শ্রীরাম হাইটেক সিটির প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল। ৩০ একরের একটি তথ্য প্রযুক্তি পার্ক, আবাসন সহ এই প্রকল্পে অন্যান্য বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরি হওয়ার কথাছিল। কিন্তু সময় মত কাজ শুরু না হওয়ায় হাতছাড়া হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের জন্য বরাদ্দ বিশেষ আর্থিক অঞ্চল। ২০০৬ সালে বাম জামানায় বিড়লা গোষ্ঠির সংস্থা হিন্দমোটর ৩১৪ একর জমি বিক্রি করার অনুমতি পায় তৎকলীন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। উদ্যোক্তাদের আশা এই প্রকল্প গড়ে উঠলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে। মূল শিল্পকে কেন্দ্র করে যে সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবে তাতেও আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তবেই শীঘ্রই হুগলি জেলার মানচিত্রটা বদলে যাবে। এই বিষয়ে উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমকা পালন করেছেন উত্তরপাড়া শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আচ্ছেলাল যাদব। তিনি জানান, এই প্রকল্পে অত্যাধুনিক শপিংমল, মাল্টিপ্লেক্স, উন্নতমানের কলেজ, নার্সিংহোম, বাসটার্মিনাল, পার্ক এগুলি থাকছে। সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হবেন। এমনকি হুগলি জেলার পর্যটন শিল্পেও নতুন মাত্রা যোগ হবে।

স্কুলের মাঠে অবৈধ খুঁটি, সব জেনেও মহকুমা শাসক নির্বিকার

বাপন মন্ডল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিরাকোল যুধিষ্ঠির ননীলাল হাইস্কুল। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক (এসডিও)এর সর্বময় কর্তা। তবুও কোন এক অজ্ঞাত ইঙ্গিতে রাতারাতি এই স্কুলের মাঠে পোঁতা হয়ে গেল অবৈধ বিদ্যুতের অবৈধ খুঁটি। শুধু পোঁতাই নয় এই দুটি থেকে দেওয়া হয়ে গেল বিদ্যুত সংযোগও। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বন্ধ হয়ে গেল স্কুলের ১৪০০ ছেলেমেয়ের খেলাধূলা, শরীরচর্চা। এমনকি এই মাঠকে ঘিরে স্থানীয় ক্লাবের ফুটবল প্রশিক্ষণের যে স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল তাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

মৌখিক আবেদন নিবেদনে কোনও ফল হচ্ছে না দেখে অবশেষে ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতিদিনের দায় যাঁর উপর ন্যস্ত সেই প্রধান শিক্ষক তৎপর হলেন। লিখিত প্রতিবাদ নিয়ে ছুটলেন রাজ্য বিদ্যুতের ডায়মন্ড হারবার অফিসে। প্রজেক্ট ম্যানেজার জানালেন স্কুল পড়ছে আমতলা শাখার সীমানায়। প্রধান শিক্ষক তাঁর স্কুলের হাজার কাজ ফেলে এবার গেলেন আমতলা অফিসে। চিঠি দিয়ে এলেন। কিন্তু কোনও হেলদোল নেই। মাথাব্যথা প্রধান শিক্ষকের। তিনি এবার মহকুমা শাসক, মগরাহাট–১এর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, উস্তি থানার ওসি, শিরাকোল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিত আবেদন জানালেন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এরপর গত বছর ৩ এপ্রিল ডায়মন্ড হারবার অফিস থেকে এক অফিসার পরিদর্শনে এলেন, দেখলেন। আমতলা অফিসকে নির্দেশ দিলেন খুঁটি তুলে ফেলে দেওয়ার জন্য। চার মাস কেটে গেল ৪ আগস্ট আমতলার স্টেশন ম্যানেজার দেখতে এলেন। ২২ আগস্ট তুলে ফেলে দেওয়া হল খুঁটি। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দেরিতে হলেও প্রশাসনের ঘুম ভেঙেছে বলে বাহবা দিলেন।

ওমা! হঠাৎ ১৭ অক্টোবর রাতে ফের খুঁটি বসে গেল যথাস্থানে। কয়েকদিন বাদে ফের সংযোগ দেওয়া হল ওই খুঁটি থেকেই। ফের ছোটাছুটি। কিছু হচ্ছে না দেখে প্রধান শিক্ষক দ্বারস্থ হলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী গিয়াউদ্দিন মোল্লার। তিনি আমতলা অফিসকে নির্দেশ দিলেন খুঁটি তুলে ফেলার জন্য। কিন্তু আজও সে খুঁটি বসে আছে যথাস্থানেই। মন্ত্রীর নির্দেশও মানতে চান না আমতলার স্টেশন ম্যানেজার। তাঁর কাছে ছাত্রছাত্রীর স্বার্থের থেকেও বড় কোনও একটি বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া। মন্ত্রী, আমলা, বড় কর্তাদের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন উঠছে অবৈধ বিদ্যুতের খুঁটি। জানতে চাইলে কোনও উত্তর দিতে চাইলেন না আমতলার স্টেশন ম্যানেজার। ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসকের মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন বিষয়টি আমার নজরে আছে। শীঘ্রই এই অবৈধ খুঁটি তুলে ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

মহানগরে

জুলাইয়ে গার্ডেনরিচের জল উৎপাদন বাড়বে

বরুণ মণ্ডল

২০১১–এর ২০ মে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ওই বছরের জুলাইয়ে ‘কলকাতা মেট্রোপলিটন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি’র কাছ থেকে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের পরিচালনা, উৎপাদনবৃদ্ধি, পরিচর্যার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব কলকাতা পুরসভা নিয়ে নেয়। আর এই গত চার বছরে সেই গার্ডেনরিচ জল পরিশোধনাগারে উৎপাদন ক্ষমতা ৮০ এমজিডি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫ এমজিডিতে গিয়ে পৌঁছেছে। গার্ডেনরিচে আরও একটি নতুন ৫০ এমজিডি ক্ষমতাসম্পন্ন জল পরিশোধনাগার প্রকল্পের থেকে ২০ এমজিডি ক্ষমতাসম্পন্নের উদ্বোধন আগামী জুলাইয়ে হবে বলে গত ১৮ জুনের মাসিক পুর অধিবেশনে মুলতুবি প্রস্তাবের জবাবী বক্তৃতায় জানান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। এই ২০ এমজিডি’র উদ্বোধনে পর গার্ডেনরিচ জল পরিশোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৫ থেকে বেড়ে ১৫৫ এমজিডিতে দাঁড়াবে বলে জানান মহানাগরিক। আর বাকি ৩০ এমজিডি জল উত্তোলন প্রকল্পের কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের বা কমবেশি শারদোৎসবের আগেই শেষ করে কলকাতাবাসীর জন্য উদ্বোধন করে দেওয়া হবে। যে কাজে ব্যয় হবে ১২০০ কোটি টাকা। এই কাজের পর গার্ডেনরিচের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ১৮৫ এমজিডিতে।

প্রসঙ্গত, এই ৫০ এমজিডি ক্ষমতাসম্পন্ন নয়া জল পরিশোধনাগার প্রকল্পের সঙ্গে ১১০ এমজিডি জলোত্তোলক পাম্পিং স্টেশন প্রকল্প ও তৎসহ ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের জলপ্রেরক পাইপ লাইন প্রকল্পের কাজও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। কলকাতা পুরসভার আর্থিক সহায়তায় কাজটি করছে ‘এল অ্যান্ড টি’ (লার্সেন অ্যান্ড টুবরো) নির্মাণকারী সংস্থা।

মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়এদিনেরজবাবীবক্তৃতায় পশ্চিম বেহালার পুরবাসীদের জন্য এদিন আরও একটি আনন্দের কথা শোনান। তা হল, ২০১১–র দ্বিতীয়ভাগে ক্ষেত্রমানে কলকাতার তৃতীয় বৃহত্তম পুর ওয়ার্ড বেহালার ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপল্লির মোহিনী চৌধুরী উদ্যানের বিপরীতে স্থানান্তরিত সর্দার বস্তির জমিতে দৈনিক ৩.০ মিলিয়ন গ্যালন ‘সেমি–আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার–কাম–বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে’র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়েছিল। দীর্ঘ ৪ বছরের অধিক সময় বাদে আগামী দুর্গোৎসবের পূর্বে সেই সেমি–আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারের দ্বারোদঘাটনের কথা বলেন মহানাগরিক। প্রসঙ্গত, পুর পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ দফতর বেহালায় একটি সমীক্ষা করে দেখেছিল সেনপল্লি এলাকায় একটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করলে ১২৭–১৩১ মোট পাঁচটি পুর ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংকট অনেকটাই মিটবে। পুর জল সরবরাহ দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল বিভাস মাইতি জানিয়েছিলেন, এই পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ হলে সেনপল্লি সংলগ্ন রবীন্দ্রনগর এলাকার অন্তর্ভুক্ত ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরোটা এবং আশপাশের বাকি ১২৭ (আংশিক)–১২৮ (আংশিক) ও ১৩০ (আংশিক) – ১৩১ (আংশিক) নম্বর ওয়ার্ডের বেশির ভাগ জায়গাতেই পরিশ্রুত পানীয় জল পাওয়া সম্ভব হবে।

এই জলপ্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ হয় ৩৩ কোটি টাকা। গার্ডেনরিচ জল পরিশোধনাগার থেকে জল এনে এই পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হবে। প্রসঙ্গত, আর্সেনিক প্রবণ হলেও এই সমস্ত ওয়ার্ডের বহু বহু বাসিন্দাকে আজও ভূগর্ভস্থ জলের ওপর দিনে ২৪ ঘন্টাই নির্ভর করতে হয়। কলকাতা পুরসভার নিউক্লিয়াস হিসাবে দেখা হয় গার্ডেনরিচ জলাধারকে। তার ক্ষমতা বৃদ্ধি বা কলেবরে পুরসভা তথা কলকাতা মহানগরীকে রিক্ত করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জলপথে জোর নীতিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের আরও বেশি সংখ্যায় অভ্যন্তরীণ জলপথ গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও জাতীয় মহাসড়ক ও জাহাজ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি। এমসিসি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘অভ্যন্তরীণ জলপথ ও কলকাতা বন্দরের মধ্যে সুসমন্বিত সম্পর্ক’ বিষয়ক এক অধিবেশনে গড়করি একথা জানান। ১০১টি অভ্যন্তরীণজলপথকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। খুব শীঘ্রই সংসদে বিলটি আনা হবে। তিনি বলেন বারানসীতে একটি মাল্টি হাব তৈরি হবে। এছাড়াও হলদিয়ার বহু পাক্ষিক হাব গড়ে তোলবার জন্য ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়াকে ১০০ একর জমিও দেওয়া হয়েছে। জাহাজ তৈরি এবং মেরামতির সুবিধার জন্য গুয়াহাটিতে ৪৯ কোটি টাকা দেওয়াও হয়েছে। জাহাজ মেরামতি করবার জন্য গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় আসতে হতো। সি প্লেন তৈরির জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন যেটা ৬০ কিমি প্রতি ঘন্টায় ছুটবে। যা কিনা পরিকাঠামোগত খরচ অনেক কমিয়ে দেবে। ১৯০টি লাইট হাউস তৈরি করে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে যাতে উপার্জন বাড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানও যাতে হয় এই প্রসঙ্গেও বণিক সভার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে।

MCCI
1901
MCC Chamber of
Commerce & Industry
MCC
Commerc
R. K.

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৭ জুন – ৩ জুলাই, ২০১৫

বেহাল রাস্তার অভিভাবক কে?

প্রতি বছরের মতো এবারেও ব্যতিক্রম হয়নি। বর্ষার আগেই শহর–শহরতলির রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা চেহারা নিয়েছিল। ভরা বর্ষায় খানাখন্ডে ডোবা রাস্তায় যাত্রীদের যন্ত্রণাময় যাত্রা। বছর ধরেই রাস্তার ধারে আইনি–বেআইনি পার্কিং–এর পাশে থাকে বালি ইঁট ইমারতির ঢিবি। বলার কেউ নেই, ভাবার কেউ নেই। আছে শুধু করদাতা সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহাতে নিয়ে ভোগান্তির নিত্য অভিজ্ঞতা।

একদা জাতীয় সড়কগুলির হাল নিয়ে রাজ্য কেন্দ্রের টানাপোড়েন ছিল। রাস্তার ফুটপাত, পার্ক, জলাশয় নীল–সাদার বাহারি রঙে সেজেছে। সৌন্দর্যায়নের এই দৃশ্য সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে অঞ্চলের ভিত্তিতে। বহু জেলার নানা সড়ক পথ একটু দেখভালের অভাবে জীর্ণ–দীর্ণ। জন প্রতিনিধিদের একটু ভালবাসার প্রলেপ পড়লে অনেক রাস্তাই এমন অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়ে থাকতে হত না। জীবনজীবিকার বাধ্যবাধকতায় বাসচালক অটোচালকের মতোই নিত্যযাত্রীরা বাধ্য হন জীবন বাজি রেখে ভাঙা পথেই যাতায়াত করতে। ‘ছোটখাটো’ দুর্ঘটনা আজ আর খবর হয়ে ওঠে না। অটো ইউনিয়ন থেকে বাস ইউনিয়ন, পাড়ার ক্লাব থেকে নিত্যযাত্রী সবাই দার্শনিক নির্লিপ্ততায় মেনে নিতে বাধ্য হন এই পথযন্ত্রণাকে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ তারাতলা মোড়, ডায়মন্ড হারবার রোডের হাল ‘এ ওয়ান’ শহর কলকাতাকে লজ্জা দেবে। মেট্রো রেলের নির্মাণ চলছে ঢিমে তালে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ শহরে যাতায়াত করেন ওই পথ ধরে। বিপদজনকভাবে গাড়ি উল্টে যাওয়ার ঘটনা, আহত, নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নির্বিকার। ঠাকুরপুকুর–বেহালাবাসীরা বেহাল পথেঘাটে অফিস টাইমে যানযন্ত্রণার কারণে নানা কটুক্তি ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন তা একটু কান পাতলেই শোনা যায়। প্রশাসনের উদাসীনতার প্রতি তীব্র ক্ষোভ চালকদেরও। কোনও অবরোধ ক্ষোভ হওয়ার আগেই কিংবা কোনও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আগে প্রশাসনের সজাগ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মানুষ সহ বাঙলার মানুষের এই ভোগান্তির লাঘব হয়ত দুর্গাপুজোর আগে কিছুটা হবে। প্রত্যেক বছরই পুজোর আগে একটু মেরামতি হতে থাকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয় যদি সরেজমিনে একটু পরিদর্শন করেন তা হলে খুব অল্প সময়েই এই যান ভোগান্তির দ্রুত অবসান হবে। এমনটাই আশা সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী মানুষদের।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ির নহবতখানার ওপর একজন সাধু এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। সাধু সেই ঘরে কারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলে সর্বদা ধ্যান ধারণা করতেন। একদিন হঠাৎ মেঘ উঠে চারদিক অন্ধকার করে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝড়ের মতো খুব বাতাস এসে মেঘগুলোকে আবার সরিয়ে দিল। সাধু তাই দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুব হাসি হাসতে থাকেন ও নাচতে লাগলেন। তার এই অবস্থা দেখে পরমহংসদেব জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি তো ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাক, আজ এতো আনন্দ করছো কেন?’ সাধু বললেন, ‘সংসারকা মায়া এ্যায়সা হী হ্যায়।’

পরমহংসদেবেরও একবার মায়া দেখবার সাধ হয়েছিল এবং তিনিও মার কাছে সেইজন্য প্রার্থনা করেছিলেন। পরমহংসদেব বলতেন যে, মায়াকে দেখবার জন্য প্রার্থনা করতে করতে একদিন দেখি যে, একটা ক্ষুদ্র বিন্দু হতে আস্তে আস্তে একটি মেয়ে হল এবং ক্রমে সেই মেয়েটি বড় হল, তক্ষুনি তার গর্ভ হল এবং গর্ভ হতে যেমনি শিশু বের হতে লাগল, ওমনি সে তাকে গ্রাস করতে লাগল। এইরকম বার বার তার শিশু হয়, আর সে তক্ষুনি তাকে গ্রাস করে এই না দেখে আমি তখন বুঝলাম, এরই নাম মায়া।

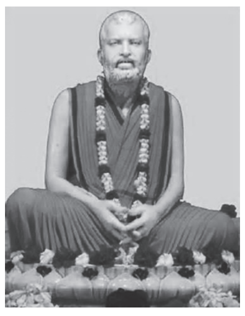

পতঙ্গ আলো দেখলে ছুটে গিয়ে তাতে প্রাণ দেয়, ভক্তও সেইরকম ভগবানের জন্য সবই ছেড়ে থাকেন।

শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য ছিল, সে অনেক দিন তাঁর সেবা করেছিল, কিন্তু আচার্য্য তাকে একদিনও একটা উপদেশ দেননি। একদিন শঙ্করাচার্য্য আপন আসনে বসে আছেন, এমন সময় কার পায়ের শব্দ হল। শঙ্করাচার্য্য বললেন, ‘কৌন্ হ্যায়রে?’ শিষ্য বললেন, ‘হাম।’ আচার্য্য বললেন, ‘হাম শব্দ যদি তোমার এতই ভালো লাগে, তবে ওটাকে বাড়িয়ে নাও, (অর্থাৎ সমস্ত জগৎই আমি এই ধারণা কর) অথবা একেবারে আমিত্ব পরিত্যাগ কর।’

একজন বললে, ‘ব্রহ্ম দর্শন কিরূপ?’ পরমহংসদেব বললেন, ‘তা প্রকাশ করবার জো নেই। যেমন যদি কেউ সমুদ্রের মধ্যে যায়, আর যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে –সমুদ্র কেমন, তবে সে কি বলতে পারবে? সে কেবলই বলে ওই জল–ওই জল। ব্রহ্ম দর্শনও সেইরকম।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসার–আসক্তি, কামিনী–কাঞ্চনে উৎসাহ এই সব চলে যায়। কাঠ বোড়াবার সময় পড় পড় শব্দ, আগুনের ঝাঁজ। সব শেষ হয়ে গেলে ছাই পড়লো, তখন আর শব্দ থাকে না।

ফেসবুক বার্তা

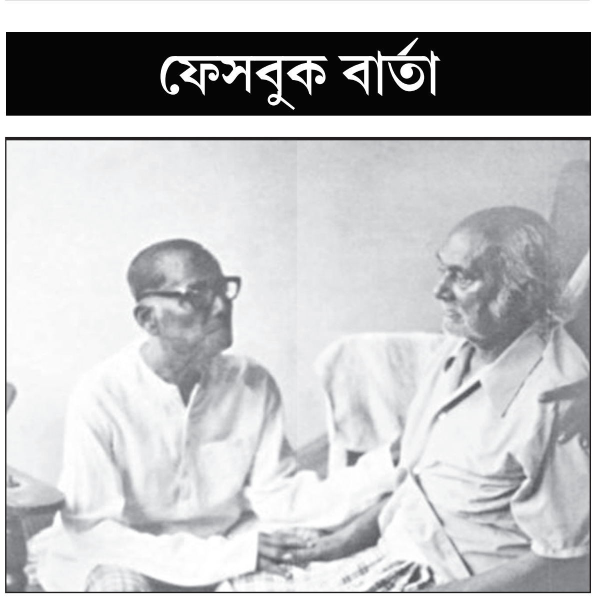

কবি নজরুলের বার্দ্ধক্যের এক অন্য ধরনের ছবি ধরা পড়েছে ফেসবুকের আয়নায়। এই সময় কবি মানসিক এবং শারীরিক দু'দিক থেকেই বেশ বিদ্ধস্থ ছিলেন। কিন্তু মনের জোর ছিল সাংঘাতিক।

সাংবাদিক নয় বৃহৎ সংবাদগোষ্ঠী মালিকের স্বাধীনতা

পর্ব ২৯

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

‘‘গণতন্ত্রে সুশাসন দক্ষ জননীতির স্বার্থে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং তথ্যের অবাধ আদান প্রদান গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। দুর্নীতি, অর্থের অপব্যবহার এবং ঘুষ–উৎকোচ দেওয়া বন্ধের জন্য গণমাধ্যমের সমালোচনা মোক্ষম হাতিয়ার’’ অমর্ত্য সেন।

প্রশ্নটা করেছিলেন আমার পুজনীয় মাস্টারমশাই, একদা বঙ্গবাসী কলেজের প্রাত বিভাগের অধ্যক্ষ সত্যব্রত চৌধুরী। সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর করে খবরের কাগজে যোগ না দিয়ে ছাত্র পড়ানোর পেশা কেন গ্রহণ করলে? এই প্রশ্নের উত্তর সেদিন দিতে পারি নি। সম্প্রতি কলকাতার শেক্সপিয়র সরণী লাগোয়া দে বাড়ির ‘কঙ্কাল কান্ডে’র ঘটনা নিয়ে রাজ্যের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের কদর্য ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অথবা চায়ের কাপে তুফানের খোরাক সেবার জন্য, ভাই–বোনের যৌন সম্পর্কের যে গল্প অজানা ডায়েরির নামে ফেঁদে ছিল তা পেশার নামে সাংবাদিকতার লজ্জা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে এক বামপন্থী নেতা সাংবাদিকতাকে বারবণিতার চেয়ে অধম বলে সমালোচনা করেন। সাংবাদিকতা আমাদের আদর্শ। স্বপ্ন দেখতাম সাংবাদিক হয়ে দুর্নীতি অন্যায় ভ্রষ্টাচারের প্রতিবাদে কলম হয়ে উঠেছে খোলা তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। সেই স্বপ্ন দিনের আলোয় ঘুম ভাঙার আড়ষ্ঠতায় মিলিয়ে যায়। খবরের কাগজে যোগ দিয়ে দেখি আদর্শ নয় ‘অন্নগত প্রাণের’’ আরামের জন্য এই পেশা (চাকুরি) ভালো। কিন্তু সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘কলম’ সাংবাদিকতায় লিখতে পারে না ‘অন্তরের কথা’। রাজনীতির নোংরা খেলা, বিকিনি পড়া নারীদেহে বা চুম্বনের ছবি সাংবাদিকতার ভাষা। দুর্নীতি বা ভ্রষ্টাচারের ‘গ্রুপ নিউজ’ খবরের কাগজের পাতায় থাকে না যে তা নয়। তবে ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করে। অথচ এই সংবাদপত্র স্বাধীনতার জন্য কলম ধরেছিল। ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করে ১৯৭৫–এর স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় কালো কালিতে ক্রশ চিহ্ন আঁকা হয়েছিল। সেই প্রতিবাদের ভাষা সুরের তাল কেটে গিয়েছে।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ যত না আক্রান্ত শাসক–রাজনৈতিক দলের দুর্বৃত্তের হাতে, তাঁর চেয়ে বেশি আক্রান্ত ব্যবসায়িক দুর্বৃত্তায়নের লোলুপতায়। ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে গণমাধ্যম যে দুর্নীতির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে তা প্রেস কাউন্সিল স্বীকার করেছে। প্রেস কাউন্সিল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে ৯০–এর দশক থেকে অর্থের বিনিময়ে খবর ছাপা যেভাবে হচ্ছে তার ফলে সংবাদপত্র–পত্রিকার নিরপেক্ষ ভূমিকা কলুষিত হয়েছে। ভারতের পঞ্চদফা নির্বাচনের সময় থেকে সংবাদপত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ‘পেড নিউজ’ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ৬৯৪ সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সাড়া দেশে সংবাদপত্র–পত্রিকা টেলিভিশন চ্যানেল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময় তাদের সমর্থনে সংবাদ প্রচার করেছে বলে নির্বাচন কমিশন চিহ্নিত করেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বা প্রেস কাউন্সিল এই গণমাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আইনের দিক থেকে অসহায়। অবশ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ৩,০৫৩ জনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞাপনের অজুহাতে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নি।

গণমাধ্যমের সততা যে নষ্ট হয়েছে তা পত্রপত্রিকা–টেলিভিশনের সংবাদ সম্প্রসারনের ধরন দেখলে বোঝা যায়। রাজনৈতিক দুর্নীতি অপরাধপ্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে গণমাধ্যম যে পরোক্ষভাবে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারিতার অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়েছে তা সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা এই লেখকের চেয়ে ভালোই জানে। বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্তের মতে গণমাধ্যম পেশাগত নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করেছে। এই বক্তব্যের আত্মিকতার স্বার্থে বিশিষ্ট এক সাংবাদিকের অভিজ্ঞতার ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলকাতার এক বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রের মালিক অনুরোধ করে লালবাজারে পুলিশ অফিসারের কাছে মদের বোতল ও টাকার পেটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সাংবাদিক মালিকের আদেশ না মানায় তাঁর চাকরিটা চলে যায়। চিটফান্ডের দৌলতে পশ্চিমবঙ্গে সংবাদপত্রের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছিল ৯০–এর দশক থেকে। চিটফান্ডের মালিক যাতে টাকা লুঠের ব্যবসা করতে পারে সেজন্য সংবাদপত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ৮০–র দশকে ফেভারিট স্মল ইনভেস্টমেন্টের মালিক নিরঞ্জন দে থেকে শুরু করে বর্তমানে জেলে থাকা সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুন্ডু, শিবনারায়ণ দাসরা গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের ব্যবহার করেছে চিটিং–এর সুরক্ষা ঢাল করে। সরকারি রাজনৈতিক দল চিট ফান্ডের আমানতকারীর কাছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ‘ব্ল্যাকমেলিং’ এবং বিশ্বাসযোগ্যতার দ্বিমুখী কৌশলে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা যায়।

৮০–র দশক পর্যন্ত খবরের কাগজে ‘খবর’ ছিল প্রধানতম বিষয়। ৯০–এর দশক থেকে খবরের কাগজের খবর অপেক্ষা ‘ভিউজ’ বা মতামতধর্মী খবর বস্তুনিষ্ঠ সংবাদে পরিণত হয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টে বিষয়গত বক্তব্য অপেক্ষা নিজেদের পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। গত একদশকের অধিক সময় থেকে ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠী লড়াই শুরু করে। সরকার অথবা বিরোধী রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে গিয়ে বিকৃত কায়েমি স্বার্থে সংবাদপ্রচার করতে কুণ্ঠবোধ করে না। গণমাধ্যমের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, সংবাদপত্র মালিকানা গোষ্ঠী তা ভুলে গিয়েছে। ১৯৫৪ সালে বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের নেতৃত্বে প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্টে যে দশ দফা সুপারিশ করা হয়েছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য সাংবাদিকতার আচরণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক ধরন এবং জনস্বার্থের দিকে গুরুত্ব দিয়ে খবর প্রকাশে পক্ষপাত দুষ্ট মনোভাব মোচন না করা। দুর্ভাগ্যের বিষয় সংবাদপত্রের মালিকানাগোষ্ঠী পেশাভিত্তিক দায়বদ্ধতাকে রক্ষা করার প্রয়োজনবোধ করেনি। বিজ্ঞাপনই পুঁজির স্বার্থে সার্বজনিক পরিসরের জীবনবৃত্তকে বিপথে চালিত করে চলেছে। দেশের ৮০ শতাংশ সংবাদপত্র সাংবাদিকদের পেশা অপেক্ষা সওদাগরি সংস্থার কর্মচারী হিসাবে মনে করে। সাংবাদিকতার বিশেষজ্ঞ এম ভি কামাথ সঠিক কথাটাই বলেছেন, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি সাংবাদিকদের কিনে নিয়ে ব্যবসা–বাণিজ্য চালায়। প্রেস কাউন্সিল প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিগত ভাবে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ করলেও আক্ষরিক অর্থে পেশাগত দায়বদ্ধতা রক্ষার ক্ষেত্রে নখদন্তহীন বাঘ। তবে প্রেস কাউন্সিলের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকতার মর্যাদা রক্ষার পক্ষে গিয়েছে। ২০০৬ সালে ২১ জুলাই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের জন্য দিল্লি ও পুনে থেকে প্রকাশিত টাইমস অব ইন্ডিয়ার সংস্করণ, দিল্লির পাঞ্জাব কেশরী এবং মুম্বই থেকে প্রকাশিত মিড–ডে পত্রিকা ‘সেন্সর’ বা বাতিল করে। এই অপরাধের জন্য সাংবাদিকের আইনগত ও প্রশাসনিক ভাবে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রেস কাউন্সিলের সাংবিধানিক ভাবে নেই। প্রেস কাউন্সিল হল সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

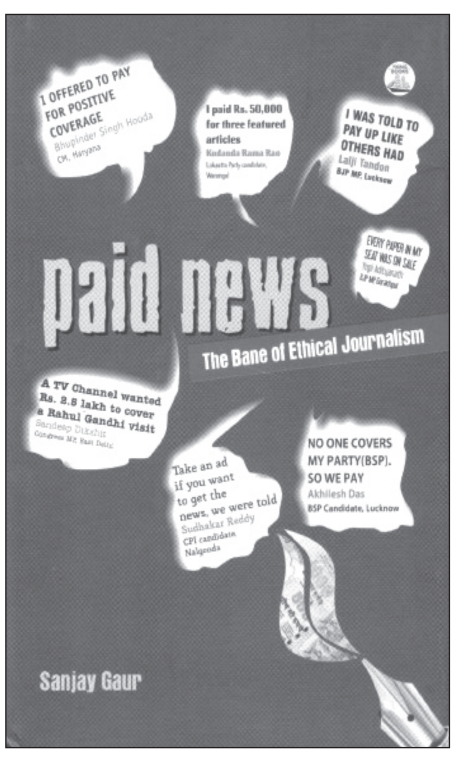
I OFFERED TO PAY FOR POSITIVE COVERAGE
Bhupinder Singh Hooda
CM, Haryana
I paid Rs. 50,000 for three featured articles
Kodanda Rama Rao
I WAS TOLD TO PAY UP LIKE OTHERS HAD
Lalji Tandon
BJP MP, Lucknow
EVERY PAPER IN MY SEAT WAS ON SALE
paid news
The Bane of Ethical Journalism
A TV Channel wanted Rs. 2.5 lakh to cover a Rahul Gandhi visit
Sandeep Dikshit
Congress MP, East Delhi
Take an ad if you want to get the news, we were told
Sudhakar Reddy
CPI candidate, Nalgonda
NO ONE COVERS MY PARTY(BSP). SO WE PAY
Akhilesh Das
BSP Candidate, Lucknow
Sanjay Gaur

জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শুধু শ্লোগান নয়, গণতন্ত্রের সার্থক হাতিয়ার, ভারতীয় সংবিধানের ১৯(২)(ক) ধারায় বাক ও মতামতের স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই অধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকারের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সংবিধানের ৩২ ধারায় সুপ্রিম কোর্ট ও ২২৬ ধারায় হাইকোর্টের কোনও ক্ষমতা নেই এই কণ্ঠরোধ থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মুক্ত করে। এই অধিকার কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্পষ্ট করে না। তুলনামূলকভাবে মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনে বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মার্কিন সমাজে গণমাধ্যমগুলির সমালোচনার ঝড়ে রাষ্ট্র বাধ্য হয় এই অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে। বিভিন্ন সময়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করেছে।

জরুরি অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানী গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে প্রাক্তন বিচারপতি এম ম্যাথুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় প্রেস কমিশন গঠন করা হয়। ম্যাথু তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে হল রোমান্টিক ধারণা। এই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হল বাজারি বাণিজ্যে সহজে যাতে প্রবেশ করা যায়। প্রসঙ্গত ১৯৭৩ সালে বেনেট এবং কোলম্যান মামলায় বিচারপতি ম্যাথু রায় দানের ক্ষেত্রে বলেছিলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাক–মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মধ্যে বিমূর্ত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই অধিকারের সাংবিধানিক পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এই অধিকারে সাংবিধানিক পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯(১) ধারা কোনও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রেস কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কৈলাশ নাথ মার্কেন্ডেয় কাটজু দাবি করেছিলেন সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম সহ গণমাধ্যমের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের। ২০১২ সালে ‘‘প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড রেগুলেশন’’ বিল প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিল আইনে পরিণত হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনওরূপ নির্দেশনা জারির বিরোধী। ২০১২ সালে সাহারা ইন্ডিয়া –সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড (সেবি) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্থির করেছে বিচার সংক্রান্ত রিপোর্টিং–এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কোনও রূপ নিয়ন্ত্রণ করবে না। কিন্তু সাংবাদিকদের নিজের পেশাগত সীমাবদ্ধতা বুঝে কাজ করতে হবে। যাতে আদালত অবমাননা না হয়।

জনপ্রশাসনবিদ মাধব গোডবোলে জনপ্রশাসন শাস্ত্রে লিখেছেন, সুশাসনের স্বার্থে বিচারবিভাগের পাশাপাশি গণমাধ্যমের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। প্রেস কাউন্সিল, নিউজ বোর্ড কাস্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি গড়ে তোলাটাই গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা, রুচিশীল সংবাদ পরিবেশনের দায়বদ্ধতা রক্ষা নয়। সাংবাদিকতার নামে ‘খেউর’ কুরুচিকর ছবি বিজ্ঞাপন বন্ধের জন্য প্রয়োজন সাংবাদিকের পেশাগত আত্মমর্যাদার সচেতনা। অর্থের প্রলোভনে সাংবাদিকতার নামে গলায় বকলেশ নয়। কলমের সাবলীলতা। গণতন্ত্রের চার স্তম্ভ যদি ভাঙে তাহলে সাধারণ মানুষের কোথায় আশ্রয়স্থল!

আডবানীজি জনগণকে মার্গ দর্শন করিয়েছেন

নির্মল গোস্বামী

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক সাক্ষাৎকারে প্রবীণ বিজেপি নেতা একটা মন্তব্য করেছেন ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং সেটা নিয়ে বর্তমান রাজনীতি একেবারে তেতে আগুন। আডবানীজি প্রবীণ নেতা। তিনি অনেক দেখেছেন—রাজনীতিতে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেক ভারি। দেশের রাজনীতির কত উত্থান পতনের তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁর নিজের দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। দলের ২ জন এমপি থেকে ৮২টা এমপি'র দলের সম্মান বিজেপিকে তাঁরই দেওয়া। দলকে কেন্দ্রের ক্ষমতায় এনে দেওয়ারও অন্যতম কারিগর তিনি। আবার ২০১৪–এর অভাবনীয় সাফল্যের নীরব সাক্ষী তিনি। আজ তরুণ নেতৃত্বের ভিড়ে ক্ষমতার ভর কেন্দ্র থেকে তিনি অনেক দূরে নীতি নির্ধারণের রাজনীতিতে তিনি ব্রাত্যজন।

সেই এ হেন নখদন্তহীন বৃদ্ধ নেতার কথায় কি এমন গুরুত্ব আছে যে সারা দেশের রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠল! আমরা জানি যে আমাদের জীবন সময়ের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সময়কে বাদ দিয়ে আমাদের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। তাই যে কোনও কাজে সময় নির্বাচন করাটাও সাফল্যের চাবিকাঠি। আডবানীজির ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা সময় নির্ধারণ ভুল করেনি। তাই তাঁর কথার এতো গুরুত্ব।

দেশে জরুরি অবস্থা আবার জারি হতে পারে—এটাই তাঁর মূল কথা। কারণ গণতন্ত্র না জানার শক্তি বা দেশে শক্তি সঞ্চয় করছে। এই দুটি কথা এমন সময় বললেন যখন বিপুল এমপির সমর্থনে ক্ষমতায় আসা নরেন্দ্র মোদির ইমেজ জনমানসে এক বছরের মধ্যেই মলিন হতে শুরু করেছে। ললিত মোদি প্রশ্নে যখন ‘‘ম্যায় নেই খাউঙ্গা, কিসি কো খানে নেহি দুঙ্গা।’’ মগর খানে বালে বা সাথ আপকা বিদেশ মন্ত্রী অউর রাজস্থান কা মুখ্যমন্ত্রীর ইতনা দোস্তি, ইতনা দরদ কিউ? কংগ্রেসের প্রশ্নবাণে জর্জরিত মোদির কাছে ‘গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার’ মতো আডবানীর মন্তব্য। সমস্ত বিরোধী দল আডবানীর ইঙ্গিতের তীরের অভিমুখ খুঁজে পেয়েছেন মোদির দিকে। একদা শিষ্যের একনায়কোচিত মনোভাব ও কর্মপদ্ধতির প্রসঙ্গে আডবানী সম্বন্ধে তো আর সরাসরি বলতে পারেন না তাই ঈশারাই কাফি। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস সহ বিরোধীরা সুষমা স্বরাজ ও বসুন্ধরার পদত্যাগ দাবি করেছে। স্বাভাবিক কারণেই মোদিজি আডবানী এবং ললিত মোদি কান্ডের জন্য ডবল চাপে আছেন।

যে রাজনৈতিক শক্তি মোদি আডবানীর সম্মুখ সমর দেখে পুলকিত হয়ে গদগদ ভাবে নানা কথা বলে চলেছে তাদের উদ্দেশ্য কত একটি কথা বলা আছে। প্রথমত আডবানীজি সরাসরি বলেন নি যে মোদিই জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে। দ্বিতীয় তিনি ভবিষ্যতের কথা বলেছেন যেটা আগামী চার বছরকে নির্দেশ করে। ফলে ২০১৯এ কে ক্ষমতায় আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয় কাজটির ব্যাঞ্জনা অনেক ব্যাপার। তিনি বলেছেন গণতন্ত্র না মানার শক্তি সঞ্চয় করছে। এই কথাটা সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলির নেতানেত্রীদের ভেবে দেখতে বলব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই মোদি পরিচালিত বিজেপির বর্তমান নেতৃত্বও সংযোজিত আছে। এখন আসা যাক তিনি কেন এই কথা বললেন। তিনি তার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝেছেন, শুধু তিনি বুঝেছেন কেন একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে ব্যক্তি যখন দলের থেকে নিজেকে শক্তিশালী বা ক্ষমতাশালী মনে করে তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে একনায়কতান্ত্রিকতার জন্ম নেয়। আর সেই নেতার নেতৃত্বে দল যদি যথাযথ শক্তি সঞ্চয় করে তাহলে তার দ্বারাই একনায়কতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়। সেটা অনেক সময় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে হতে পারে আবার অঘোষিত জরুরি অবস্থার মধ্যেও ফ্যাসিবাদ কায়েম হতে পারে। একজন নেতা কতটা গণতান্ত্রিক তা দলের মধ্যেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় দলের সিদ্ধান্ত কতটা আন্তরিকভাবে মেনে চলেছে সেটাই তার মরণকাঠি। যে দলের কাঠামোয় গণতন্ত্র নেই সেই দলের শাসনেও গরতন্ত্র লঙ্ঘিত হবার আশঙ্কা থেকেই যায়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে যখন ইন্দিরা গান্ধি নব কংগ্রেস গঠন করে জয় পেলেন, যখন তিনিই দলের সভাপতি তিনিই প্রধান হলেন, ঠিক তখনই তাঁর হাত ধরে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হল। এতোদিন বিজেপি সংগঠিত দল হিসাবে সুনামের অধিকারি ছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দল চলত বলে কোনও দিন নেতৃত্বের সংঘাত হয়নি। আডবানীজি ও অটলজি দুই মেরুর নেতা হয়েও আজীবন বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন। আসলে দলের সত্তা আর ব্যক্তি সত্তা যখন লীন হয়ে যায় তখন অহমবোধ আর মাথা চাড়া দিতে পারে না। বর্তমানে সেই বিজেপি দল ঐতিহাসিক জয় পেল বটে তবে দলগত সংহতিতে নয়। ব্যক্তিগত করিস্মায় ভর করে! আর তার পরিণতি যা হবার তাই হল দলের সেই পুরনো খোলস ছেড়ে মোদি অমিত শাহের অঙ্গুলি হেলনে চলছে। ফলে এখানে এখন দলের থেকে ব্যক্তিই বড় হয়ে উঠেছে।

ফলে গণতন্ত্রকে পদদলিত করার সুযোগ সুবিধা দুই আছে মোদির কাছে। তাই তিনি দ্বিধান্বিত সুষমা–বসুন্ধরা কান্ডে। আডবানী নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হাওলার খাতায় তাঁর নামের আদ্য অক্ষর থাকায় অভিযোগের আঙুল ওঠার আগেই তিনি বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কলঙ্কমুক্ত হয়ে আবার যোগ দেন। এটাই গণতন্ত্রের প্রতি মর্যাদাদান। বিরোধীদের শিক্ষা দেওয়া যায় গণতন্ত্রের। সুষমা তা পারলেন না। নিজের ভুল স্বীকার করে পদত্যাগ করেননি কারণ প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্রয় আছে। ফলে আডবানীজির কথার সততা্য বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার আর এক সত্য হল যে বিভিন্ন দল চলে চূড়ান্ত ব্যক্তি নির্ভরতার উপর। মায়াবতী, মুলায়ম, লালু, নীতিন, মমতা এরা প্রত্যেকেই শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন করে ক্ষমতায় ফিরে আসে। রাজনৈতিক দলগুলিই হচ্ছে গণতন্ত্রের পাঠের পাঠশালা। সেখানেই যদি শিক্ষায় ঘাটতি থাকে তাহলে গণতন্ত্রের পাঠ পাবে কোথায়? সরকারি ক্ষমতা কেউ সহজে ছাড়তে চায় না। গণতান্ত্রিক মনন যদি গড়ে না ওঠে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করার প্রতি যদি নেতাদের দায়বদ্ধতা না থাকেতাহলে তারা যদি কোনও সময়ে দেশের ক্ষমতা পায় তাহলে খুব সহজেই তো জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে তারা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার পরিচালনা করছে তা প্রতি পদে পদে গণতন্ত্রকে অবমাননা করে চলেছে—ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছ–মাস জেলে তবুও তিনি মন্ত্রী। ফলে আজ কিন্তু ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীনরা সত্যি সত্যিই শক্তি সঞ্চয় করছে যা আডবানীজির নজর এড়ায় নি। এই কালচারে যদি নেতারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তাহলেই দেশের সামনে সমূহ বিপদ। বিপদ সাধারণ মানুষের কারণ তারাই অত্যাচারিত হবে। আডবানীজি বর্তমানে বিজেপির মার্গ দর্শন মন্ডলীর সদস্য। তাই তিনি যথার্থ কর্তব্য পালন করেছেন, মার্গ দর্শন মণ্ডলীর সদস্য। তাই তিনি তার যথার্থ কর্তব্যপালন করেছেন শুধু মোদিজি নয় আরো অনেকে নেতা নেত্রীরা একই পথের পথিক। ফলে জনগণকে তিনি সাবধান করেছেন। কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অটলজি সুস্থ থাকলে বোধহয় একই কাজ করতেন।

পাঠকের কলমে

মদের ওপর লাগাম পড়ুক

দমদম মেট্রো থেকে সামনে পিছনে পুলিশ প্রহরায় এক মাদক বিরোধী মিছিল নাগেরবাজার পরিক্রমা করল। প্রায় হেলমেট ছাড়াই ৩০ জন বাইক আরোহী মাদক বর্জনের দাবি জানাতে জানাতে চলল।

আমি দিল্লির নেশাবন্ধ ভাবনা'র আজীবন সদস্য। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আমার জিজ্ঞাসা গত কয়েক বছরে শুধু শহর কলকাতাতেই ৩৫০–ওপর মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সামাজিক নানা অপরাধের এই বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও এই দ্বিচারিতা কেন?

বেণুগোপাল ঘোষ, খরদহ

বেশ কাটছে দিনগুলি মোর

শিরোনামে ‘বেশ কাটছে দিনগুলি মোর’ দেখে অন্য পাঠকরা হয়তো অবাক হতে পারেন। কিন্তু এই পত্রের মাধ্যমে আমার বক্তব্য পরিষ্কার, আলিপুর বার্তায় চালু হওয়া এই নতুন বিভাগটি যেমন দেখে ভালো লাগছে তেমনই আবার বিক্রিতেও বাড়বাড়ন্ত এনেছে। এবার হয়তো বুঝতে পারছেন ভালো লাগছে না বলে ‘কাটছে’ কেন বললাম। অর্থাৎ পত্রিকার আকর্ষণ বৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদাও আকাশ ছোঁয়া হতে চলেছে। নতুন এই বিভাগে জাতীয় রাজনীতি, স্থানীয় ভাবাবেগ এমনকী আন্তর্জাতিক মঞ্চের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খবরটিও প্রতিফলিত হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা সারা সপ্তাহের নানা রঙের খবরগুলি থেকে যেভাবে সেরাটি বাছাই করা হচ্ছে তাও অভিনব।

পাঁচু দত্ত, বেনিয়াডাঙ্গা, মল্লিকপুর

আইনি সচেতনতা ও সহায়তা শিবির

দিপা কর্মকার

আইনি সচেতনতা ও সহায়তা শিবির-২০১৫

ভারতবর্ষের সংবিধানে বহু আইন প্রয়োগ ও কার্যকারিতার অভাবে কেবল ফাইল–বন্দি হয়ে আছে। ফলে আপামর জনগণ নিত্যদিন নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। এর জন্য চাই উপযুক্ত আইনি সচেতনতা ও সহায়তা শিবির। এমনই এক শিবির গত ২০শে জুন ২০১৫–তে সুন্দরবন অনুভবের ভাবনায় ও সমন্বিতা এইচসি লেডি অ্যাডভোকেটস ফোরামের সহযোগিতায় ক্যানিং–এর অনুভব ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত হয়। শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট মিতা মুখোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট চান্দ্রেয়ী আলম, এবং অ্যাডভোকেট রীনা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয় লোকেদের মিলিত সমাবেশে এক ঘরোয়া আমেজে অনুষ্ঠিত এই শিবির দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছিল।

প্রথম পর্বে মাননীয় অতিথিমণ্ডলীকে একে একে পুস্তস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর উপস্থিত আইনি বিশেষজ্ঞরা বিবিধ আইন নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যাডভোকেট মিতা মুখোপাধ্যায় তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নারী সুরক্ষা আইন, ফৌজদারি আইন, হিন্দু বিবাহ আইন ইত্যাদি বহু নারী সুরক্ষা আইন বিশদে ও সুন্দরভাবে আলোকপাত করেন। তিনি জানান যে নারীদের জন্য বর্তমানে বহু আইন রয়েছে কিন্তু তা সঠিকভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। নারীদের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার, অবহেলা, নির্যাতন রুখতে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে তবেই অবস্থার উন্নতি সম্ভব। কারণ কেউ কারোর জায়গা করে দেয় না নিজের জায়গা ও অধিকার নিজেকেই করে নিতে হয়। তিনি অনুরোধ করেন যে অনুভব শুধু সচেতনতা শিবির নয় ভবিষ্যতে একটি কাউন্সেলিং সেল খোলার ব্যবস্থা করুক যেখানে প্রত্যেকে তাদের সমস্যা সরাসরি আমাদের কাছে এসে তুলে ধরবে। সচেতনতা শিবিরের পাশাপাশি এই কাউন্সেলিং সেলের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ সঠিকভাবে আইনি সহায়তা পেতে পারবে আশা করা যায়।

অ্যাডভোকেট চান্দ্রেয়ী আলম তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক হিংসা ও নারী নির্যাতন আইন বিষয়ে আলোকপাত করেন। পণপ্রথার বিরুদ্ধে বহু আইন থাকলেও সচেতনতা ও প্রচারের অভাবে মেয়েরা আজও নির্যাতিত ও অবহেলিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বহু আইন ও খোরপোশ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও সুবিধাবলী আলোচনা করেন।

গ্রামাঞ্চলে বিচারব্যবস্থা বলতে পঞ্চায়েত কমিটি। তাই পঞ্চায়েত আইন তার কি কি সুবিধা বর্তমানে রয়েছে তা গ্রামবাসীদের বিশেষভাবে জানা দরকার। অ্যাডভোকেট রীনা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত আইনের মত গুরুতর বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।

এরপর শুরু হল শিবিরের দ্বিতীয় পর্ব। এই আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা মাননীয় অতিথিমণ্ডলীকে বহু প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন–উত্তর পর্ব সাঙ্গ হলে জয়দেব মণ্ডল একটি গান পরিবেশন করেন।

অবশেষে অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্যোক্তা ও সহযোগী কবি ও সমাজসংস্কারক যতীন্দ্রনাথ সরকার ও অনুভবের সম্পাদক পরিমল সরদারকে এহেন সচেতনতা শিবির আয়োজনের জন্য অশেষ সাধুবাদ জানান সঞ্চালক অজয় তরফদার যিনি কবি ও সম্পাদক অন্যদিকে আবার সমাজসেবকও বটে। উপস্থিত মাননীয় অতিথিমন্ডলীকে ও দর্শদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পথে নেমে লড়াইয়ের ডাক বিমানের

মলয় সুর, শ্রীরামপুর : গত রবিবার হুগলির শ্রীরামপুর ই এস আই হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হওয়া কয়েক হাজার মানুষের মিছিল শেষে আরএমএস ময়দানের সমাবেশে সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল শিল্পনীতির লেজুড়বৃত্তি করছে। তাই এই রাজ্যে একের পর এক শিল্প বন্ধ হচ্ছে। এমনটাই দাবি করলেন বামফ্রন্ট নেতা বিমান বসু। এই জেলায় জুট মিলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আটজন মন্ত্রী ও ছয়জন সংসদ সদস্য চিটফান্ড কান্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই এই অবস্থায় দলকে বাঁচাতে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের গোপন আঁতাত হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বিমান বাবু বলেন, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর লোক দেখানোর জন্য ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের আধিকারিকরা বিভিন্ন বাজারে ঘুরেছেন। তবে এখন আর তাদের বাজারে দেখা যাচ্ছে না। উলটে তারাই কমিশন খেয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই এদিন বিকালে শ্রীরামপুর আরএমএস ময়দানে সমাবেশে আসা প্রচুর পার্টিকর্মী ও সমর্থকদের বললেন, কমিউনিস্টদের কাছে রাস্তাই একমাত্র সঙ্গী। এদিন এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্টির জেলা সম্পাদক সুদর্শন রায়চৌধুরী। ২৬ তারিখের প্রতিবাদে জেলা বামফ্রন্ট মিছিলের ডাক দিয়েছে। এর পাশাপাশি ৪ থেকে ৬ জুলাই থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে। জরুরি অবস্থার ৪০ বছর পূর্তি কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিমানবাবু বলেছেন, রাজ্যের অনেক মানুষ যাঁরা কেউ ১৯৭৫ সালে কেউবা ১৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট তাঁদের জানা সম্ভব নয়। তাই সেই সময়ের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে হবে।

ইলিশ শিকারে গিয়ে মৎস্যজীবীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গোপসাগরে ইলিশ ধরতে গিয়ে ট্রলারের হালে জখম হয়ে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বাবলু দাস (৫০) পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ গোবিন্দপুরের বাসিন্দা। গত ২৩ জুন মঙ্গলবার সকালে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। পুলিশ ও মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, গত ১২ জুন কাকদ্বীপ মৎস্য বন্দর থেকে এফবি হরপার্বতী ট্রলারে চেপে অন্যান্য মৎস্যজীবীদের সঙ্গে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল বাবলু। ১৫ তারিখ সোমবার রাতে সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়ার মুখে পড়ে ট্রলারটি। সেসময় ট্রলারের হাল লেগে গুরুতর জখম হন বাবলু। এরপর সমুদ্র থেকে বাবলুকে উদ্ধার করে ভর্তি করানো হয় পাথরপ্রতিমা ব্লক হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সাতদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর বাবলুর মৃত্যু হয়।

৪০ বাম কর্মী তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাচীন জনপদ জয়নগর চিরকালই বামেদের ঘাঁটি। বিশেষ করে রাজ্যের বামফ্রন্ট জোটের বাইরে থাকা এসইউসিআই এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ইদানিং রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও থাবা বসাচ্ছে তৃণমূল। গত ১৩ জুন জয়নগর উত্তর দুর্গাপুরে আয়োজিত তৃণমূলের কর্মী সম্মেলনে মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ও তৃণমূল জেলা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান শক্তিপদ মণ্ডলের উপস্থিতিতে ৪০ জন সিপিএম ও এসইউসিআই কর্মী যোগদান করে তৃণমূলে। এরা জানিয়েছে দলের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা তৃণমূলে যোগদান করেছে।

ডিজিটাল লকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রের উদ্যোগে চালু হতে চলেছে ডিজিটাল লকার। আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে তাতে রাখা যাবে পাসপোর্ট সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ শংসাপত্র।

হেনস্থার শিকার বিধায়ক

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে অভাবের সংসার ছিল পেশায় অটোচালক জুলফিকারের। বছর খানেক আগে পঞ্চগ্রামের বাসিন্দা ভোলাকে ৫০ হাজার টাকায় নিজের অটো বিক্রি করেন জুলফিকার। তারপর মাত্র ১৮ হাজার টাকা দিলেও বাকি ৩২ হাজার টাকা বারে বারে ভোলার কাছে চেয়েও পায়নি জুলফিকার। এরমধ্যে গত সোমবার সকালে পাওনা টাকা দেওয়ার জন্য জুলফিকারকে ফোনে ডাকে ভোলা। সেই ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান জুলফিকার। তারপর থেকে আর বাড়িতে ফেরেনি। মোবাইল ফোনটিও একসময় বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে জুলফিকারের পরিবারের পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই ভোলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে দশ কিমি দূরে কবিরা খালে জুলফিকারের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ দেহ উদ্ধারে যায়। দেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত বাসিন্দাদের রোষ গিয়ে পড়ে ভোলার বাড়ির ওপর। ভোলার বাড়ির আশেপাশে বেশ কয়েকটি বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিধায়ক দীপক হালদার মৃতের পরিবারকে দেখতে আসার পর থেকে নতুন করে এদিন সকালে উত্তেজনা ছড়ায়। তবে আগে থেকেই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। নিহতের স্ত্রী মাহানুর বিবি এদিন বলেন, ‘পাওনা টাকা দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে জুলফিকারকে খুন করেছে ভোলা ও তার দলবল। ভোলাকে গ্রেফতার করলেও তৃণমূল নেতাদের চাপে পুলিশ বাকি দুষ্কৃতীদের এখনও গ্রেফতার করছে না। আমি ও আমার পরিবার ভীষণভাবে আতঙ্কিত।’ জেলার এক পুলিশ কর্তা বলেন, ‘ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের খোঁজ শুরু হয়েছে।’

পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবনের ক্যানিং থানার রায়বাঘিনী গ্রামে চালু হল ভ্রাম্যমান পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র। এদিন উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশরাম দাস, ওসি সতীনাথ চট্টরাজ প্রমুখ। শ্রী দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এবং জেলা পুলিশের সহায়তায় এই কেন্দ্র ক্যানিং থানা এলাকায় চালু হল। বহু মানুষ আছে যারা থানায় যেতে পারে না বিভিন্ন কারণে। তারা এর ফলে উপকৃত হবে।এই ভ্রাম্যমান পুলিশি সহায়তা কেন্দ্রে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে অভিযোগ নেবে। এমনকি বিদ্যুৎ চলে গেলেও এই সহায়তা কেন্দ্রে গ্রামের মানুষজন জানাতে পারবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুন এপি মেডিক্যালে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। স্নায়ু রোগ, হাড়ের ঘনত্ব যাচাই, রক্তচাপ, ব্লাড সুগার পরীক্ষা সহ রোগীদের রোগ সম্পর্কীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। সমগ্র প্রয়াসের উদ্যোক্তা ডাঃ উৎস্য বসু জানান, প্রায় ২৮৫ জন মানুষ এই প্রচেষ্টায় সাড়া দিয়েছেন।

ঝুলন্ত গৃহবধূ, উত্তেজনা, লাঠি চার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে মঙ্গলবার বিকেলে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উস্তির রাজারহাটের চক জায়াদি এলাকা। উত্তেজিত বাসিন্দারা মৃত বধূর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে ব্যাপক মারধোর করে বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে উস্তি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উত্তেজিত বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ দেহ আটকে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠি চার্জ করলে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। পরে আজিফা বিবির (২৫) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্ত স্বামী বাবুসোনা ওরফে ইমরান শেখ, শ্বশুর ইসরাফিল শেখ ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অভিযুক্তরা এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার আত্মীয়। রাতে মৃতের বাবা আজেদ আলি শেখের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুন, বধূ নির্যাতন সহ একাধিক মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, বছর তিনেক আগে ফলতার ফতেপুরের বাসিন্দা আজিফার সাথে বিয়ে হয় ইমরানের। তাদের বছর দেড়েকের এক সন্তানও আছে। আজিফার বাবা আজেদ আলি এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। ব্যবসার পাশাপাশি মন্ত্রীর আত্মীয় হওয়ার সুবাদে এলাকায় ইমরান ও তার পরিবারের ভালোই দাপট ছিল। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে গাড়ির ব্যবসা মন্দা চলায় টাকার দাবিতে স্ত্রী আজিফার ওপর নির্যাতন শুরু করে ইমরান।

ইমরানের পাশাপাশি প্রায় শ্বশুর–শাশুড়িও আজিফার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। মেয়ের ওপর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বেশ কয়েকবার জামাইয়ের টাকার দাবি মেটান বাবা আজেদ আলি। অভিযোগ, তারপরও আজিফার ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। ইদানিং আরও টাকার দাবিতে আজিফার ওপর নির্যাতন বাড়তে থাকে।

এদিন দুপুরে ইমরান ও আজিফার চিৎকারও শুনতে পান প্রতিবেশিরা। তখন পারিবারিক অশান্তিতে কেউ কান না দিলেও বিকেলে বাড়ির মধ্যে আজিফার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান প্রতিবেশিরা। প্রতিবেশিদের অভিযোগ ‘গৃহবধূকে হাত, পা ও মুখ বেঁধে শ্বাসরোধ করে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে আত্মহত্যা বলা হচ্ছে।’ মৃতের বাবা আজেদ আলি বলেন, ‘টাকার জন্য আমার মেয়েকে ওরা খুন করেছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। দোষিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’ পুলিশ জানিয়েছেন ‘দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ক্যানিং ১ নম্বর ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও অন্যান্যদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে।

(১) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী গুদামজাত করা প্রকল্পস্তরে।

(২) প্রকল্পস্তর হইতে কেন্দ্রস্তরে (ক) খাদ্যসামগ্রী পরিবহন (খ) অন্যান্য সামগ্রী পরিবহন এবং কলিকাতা ও উঃ ২৪ পঃ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকল্পে খাদ্যদ্রব্য পরিবহন।

(৩) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রেজিস্টার ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ।

প্রযোজ্য শর্তাবলী ও বিশদ বিবরণ সহ দরপত্রের নিদর্শন এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের দিন হইতে পরবর্তী ২১ দিন পর্যন্ত (ঐ দিন সরকারী ছুটির দিন হলে পরবর্তী কাজের দিন) সকল কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিনামূল্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে পাওয়া যাবে।

সম্বিতী চক্রবর্ত্তী
ক্যানিং–১ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৭১০(২)/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /২৬/০৬/২০১৫

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামখানার শিবরামপুর গ্রামে গত বুধবার ২৪ জুন বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় মাধবী সামন্ত (৪৫) ও মিতালী জানা (৩৮) নামে দুই মহিলার।

নাম–পদবি পরিবর্তন

আমি সেখ আব্দুস সালাম পিতা সেখ মহিনুদ্দিন বাগমারি পশ্চিমপাড়া, বেঞ্জন হেড়িয়া, চড়িয়াল, পো + থানা বজবজ দঃ ২৪ পরগনা, কলি ১৩৭ এর বাসিন্দা ২.৬.১৫ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে সেখ আব্দুল সালাম ও সেখ আব্দুস সালাম একই ব্যক্তি বলে গণ্য হইলাম।

Notice Inviting Re–Tender

In continuation of previous memo no. **98**/NZ dt. **09.03.2015**

1. Applications are hereby invited from registered Co–operative Societies/bonafide suppliers for supply of stationary and other items to the office of the District Magistrate & Collector. South–24 Parganas Nezarath Deptt. New Administrative Building (1st Floor), Alipore, Kolkata–700 027 in their Co–operative society/agency pad having proven track record for supply of different stationary, sanitary, computer stationary items and also electrical and electronic items to Govt. Offices, for the period from 01.08.15 to 31.07.2017.

2. Each application must be supported by up to date income Tax, sales Tax/Vat, Professional Tax clearance certificates along with their application for issue of tender paper.

3. a) In case of registered Co–operative societies, they should also furnish : (i) Co–operative registration certificate (ii) Audited balance sheet for 2012–2013 & 2013–14 (iii) A copy of the resolution taken in the Last AGM (iv) Name, Address and Telephone no. of all the executive committee members, along with their application.

b) In case of bonafide suppliers only, they should also furnish up to date Trade licence certificate issued by the competent authority.

4. They should furnish a bank solvency certificate worth Rs. 50,000.00 (rupees fifty thousand only) from any nationalized bank along with the application for issue of tender paper.

5. They should furnish a credential of similar nature of supply work performed with any Central Govt. office/any state Govt. office/any PSU within last 5 years along with their application.

6. Applications for issue of tender paper supported by all the requisite documents as stated vide sl. No. 02 to 05 above will be received by the Nezarath Section of this Collectorate, New Administrative Building (1st Floor). Alipore on any working day from 11.00 AM to 3.30 PM. Any application not supported by any/all of the requisite documents mentioned in clause no. 2 to 05 above will be summarily rejected and no tender paper will be issued to them.

The last date of application for issue of tender paper is 29.06.2015 up to 3.30 PM.

7. Tender paper will be issued only to those applicant having all valid documents from 01.04.2012. to 31.03.2014. The last date of issue of tender paper :– 10.07.2015 up to 3.00 PM.

8. Each tender must be accompanied by a DD of Rs. 5000.00 (Rupees five thousand only) drawn in favour of Collector, South 24 Parganas payble at SBI, Alipore Court Treasury Branch OR pledged NSC of Rs. 5000.00 (Rupees five thousand only) duly pledged in favour of Collector, South 24 Parganas.

9. Rate of each type of stationary and other item must be quoted separately both in figures and in words on basis of the unit mentioned against each item.

10. The successful applicants may drop their sealed tender in envelope quoting rate of different items in the prescribed form issued to them for this purpose in a sealed box located at the office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas from 11.00 AM to 3.30 PM on all works days except Saturdays & Sundays and other NI Act holidays along with the Earnest money of Rs. 5000.00 (Rupees five thousand and other requisite documents.

The last date and time of submission of the tender is 21.07.2015 up to 3.00 PM.

11. The date & time of opening the tender is 21.07.2015 at 3.45 PM at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending tenderer or their authorized representative may remain present at the time of opening of the quotation.

12. The undersigned reserves the right to accept or to reject any applications/tender or to distribute the work amongst the tenderers without assigning any reason, whatsoever. Canvassing in any form at any stage is liable for cancellation.

13. Specimen of stationary items is to be furnished to the Nezarath Section, New Administrative Building (1st Floor) of this Collectorate before acceptance of the tender.

Sd/–
Addl. District Magistrage (General)
South–24 Parganas. Alipore

৬৬০(২)/জেতসদ/২৪পরঃ(দঃ)/১৬.৬.১৫

মানসিক উদ্বেগ কমাতে যোগাভ্যাস জরুরি : সশস্ত্র সীমা বলের ডিআইজি

অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস সমারোহ
সিলীগুড়ী সীমান্ত মুখ্যালয়
সশস্ত্র সীমা বল
21 जून 2015
Celebration of
International Yoga Day
Siliguri Frontier
Sashastra Seema Bal
21 June 2015

বিশেষ প্রতিনিধি : গত ২১ জুন সশস্ত্র সীমা বলের রানিডাঙা ক্যাম্পাসে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস।

সকাল সাড়ে ছটায় রানিডাঙায় অবস্থিত তিস্তা স্টেডিয়ামে এসএসবি–র ফ্রন্টিয়ার হেড কোয়াটার্স শিলিগুড়ি, সেক্টর হেড কোয়াটার্স রানিডাঙা, এরিয়া অফিস দার্জিলিং, ট্রেনিং সেন্টার রানিডাঙা ও ৪১ নং ব্যাটেলিয়ন রানিডাঙার অফিসার, জওয়ান ও অন্যান্য কর্মীরা একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ৪৫ মিনিটের যোগ ব্যায়ামে অংশ নেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রিনউডের প্রশিক্ষক ও তাঁদের সহযোগীদের তত্ত্বাবধানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রিনউডের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ নীলম। ডাঃ নীলম যোগ শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের তারাযোগ, বৃক্ষযোগ, কপালভাতী, অনুলোম বিলোম, কর্মযোগ, ধন্যাযোগ ইত্যাদি করান এবং এগুলির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে এসএসবি–রানিডাঙা সেক্টরের ডিআইজি অসীম কুমার মল্লিক আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বাহিনীর সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের শরীর ও মানসিক গঠন ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত যোগভ্যাসের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাহিনীর প্রায় সমস্ত কর্মীই নিজের ঘর ও পরিবার ছেড়ে সীমান্তের প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মরত রয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি মানসিক উদ্বেগ ও বাহিনীর পেশাগত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নিয়মিত যোগভ্যাসের ওপর গুরুত্ব দেন।

এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে এসএসবি–৪১ নং ব্যাটেলিয়নের কম্যাডেন্ট সুধীর ভার্মা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের জন্য আসা সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের স্বাগত জানান ও বাহিনীতে যোগভ্যাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

যোগ দিবস উপলক্ষে তিস্তা স্টেডিয়ামে এসএসবি–র শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ালের ডিআইজি ডি কে সিনহা, অ্যাডিশন্যাল জজ আর্টনি জেনারেল এস কে ধর, কম্যাডেন্ট মেডিকেল উর্মিলা গারি, ৪১নং ব্যাটেলিয়নের কম্যাডেন্ট মেডিকেল ডাঃ আর ভি গারি, রানিডাঙা সেক্টরের কম্যাডেন্ট বি এস নেগি, রানিডাঙা সেক্টরের স্টাফ অফিসার (ও অ্যান্ড আই)। কিরণ রিজাল, দার্জিলিং এরিয়ার ভারপ্রাপ্ত এরিয়ার অর্গানাইজার এ কে সিং, ৫৩নং ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অজয় কুমার, রানিডাঙা ট্রেনিং সেন্টারের কম্যান্ডেন্ট নবীন কুমার সহ অফিসার ও অন্যান্য কর্মী মিলিয়ে মোট ৪৫০ জন অংশ নেন।

শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের অন্তর্গত সময় ইউনিট যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়।

বিশ্ব যোগ দিবস

ভদ্রেশ্বরে

INTERNATIONAL DAY OF YOGA
NCC
21 JUNE 2015

মলয় সুর : গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করার জন্য ভারতবাসী হিসাবে আমরাও গর্ববোধ করতে পারি। সুস্থ জীবনবোধের নিরিখে ভারতের একান্ত নিজস্ব প্রাণসম্পদ যোগাসন, প্রাণায়াম খুব আদরণীয় হয়েছে এবং গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে। হুগলির ভদ্রেশ্বরে তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর হাইস্কুলে এনসিসি ক্যাডেটের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা যোগাসনে সামিল হয়। যোগ প্রদর্শন সহ নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ‘বিশ্ব যোগদিবস’ উদযাপন করলেন তারা। ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে এনসিসি ক্যাডেটের তরফে গেঞ্জি ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। একথা জানিয়ে তেলিনীপাড়া হাইস্কুলের অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসার এবং শিক্ষক দিব্যেন্দু বিশ্বাস বলেন, সকাল ৭টায় শুরু হয়। এক ঘন্টার যোগ শিবির। এর আগে কোনওদিন স্কুলের এনসিসি ছাত্র–ছাত্রীরা এক জায়গায় এতজন যোগাভ্যাস করেননি। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত রায়, চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, চন্দননগরের বিধায়ক অশোক সাউ, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়, তেলিনীপাড়া স্কুল কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ দেবনাথ। এছাড়াও ছিলেন চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির স্কুলের এনসিসি শিক্ষক বিকাশ সাউ। চাঁপদানী আর্থ বিদ্যাপীঠের এনসিসি শিক্ষক অজয় কুমার সিং প্রমুখরা।

সোনারপুরে

With The Help Of The SOUTH 24 PARGANAS DISTRICT YOGA ASSOCIATION

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: বহু প্রাচীন কাল থেকে মুনি ঋষিরা যোগ ব্যায়ামের দ্বারা ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁদের অনেককেই বলা হতো যোগী। এই পরম্পরাকে ধরে রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদি ২০১৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করার। সেই অধিবেশনে ১৭৭টি দেশ সমর্থন করেছিলো। তাই এই বছর ২১ জুন রবিবার সকাল ৭–৭.৩৫ মিনিট বিশ্ব যোগ দিবস পালিত হলো। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে সকাল বেলায় শুরু হয়ে যায় যোগ দিবস। সেখানে উপস্থিত থাকেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী পুরাতানন্দ, বারুইপুর মহকুমার শাসক পার্থ আচার্য, সোনারপুরের বিডিও সুমন মজুমদার, এলাকার কাউন্সিলর প্রণবেশ মন্ডল, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরুণ মন্ডল সহ আরও অনেক বিশিষ্টজনেরা। স্বামী পুরাতানন্দ বলেন, এই যোগ ব্যায়াম দুটি কারণে হয়। এক শরীরের রোগ মুক্ত বা সুন্দর স্বাস্থ্য গঠন হয় এছাড়া খুব বেশি উপকার করে গ্যাস, অম্বল, ডায়বেটিসে। দ্বিতীয় কারণ ঈশ্বর লাভ করা মনকে পবিত্র রাখা চঞ্চল মনকে স্থির করা যায়। একমাত্র যোগের দ্বারা এটা সম্ভব। কিন্তু এখনকার ছেলেরা ও মেয়েরা জিমে যায় কারণ জিমে ব্যায়ামের দ্বারা মাসেলগুলো ফুলে ওঠে। সুতরাং এখনকার যুবকরা যতই জিমে যাক না কেন আবার ফিরে আসতে হবে আদিম যোগ যুগে। ইদানিং যে ভাবে মানুষের কাজকর্মের চিন্তা বেড়ে গিয়েছে বা সম সময় একটা মনের মধ্যে আতঙ্ক ভাব চলছে তাতে একমাত্র ভরসা যোগ।

বজবজে

দীপক ঘোষ : ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবসে রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে ১২৯টি দেশে এক যোগে সকাল ৭টা থেকে ৭–৩৫–এ যোগচর্চার উপর সেমিনার, যোগপ্রদর্শন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সোনারপুর আচার্য প্রফুল্লনগর শিশু উদ্যান ও বজবজ যুবশক্তি ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি ময়দানের কালিপুরে বিশ্ব যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান ফুলু দে, বিবিআইটি চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা, ক্রীড়াবিদ সুকুমার খাঁ, বজবজ ব্লক ১ এর সভাপতি নিত্যানন্দ বর্মন, কমলেশ সিং, যুবশক্তি ক্লাবের সভাপতি পরেশচন্দ্র দাস ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সম্পাদক গৌতম খাঁড়া। তিনি বলেন, হাজার হাজার বছর আগে আমাদের মুনি ঋষিরা যোগ ব্যায়াম এর উপর নির্ভর করে শরীর চর্চা করতেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে আমাদের দেশে পুরাতন ঐতিহ্যকে নির্ভর করে শরীর সুস্থ রাখার আদর্শ পথকে তুলে ধরা হলো এবং যোগকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিল সুস্থ থাকার আদর্শ পথ।

ইন্ডোরের যোগ মঞ্চে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও ওয়ার্ল্ড সোসাইটির উদ্যোগে মশাল ও ট্যাবলো নিয়ে সাধারণের সঙ্গে কলকাতার প্রখ্যাত ব্যক্তিরাও বালিগঞ্জ থেকে এসে পৌঁছলেন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের যোগ মঞ্চে। মিছিলে মশাল নিয়ে সামিল হন অতীত দিনের প্রখ্যাত ফুটবলার চুনী গোস্বামী থেকে অভিনেত্রী দেবীকা মুখার্জীরাও। এছাড়াও মিছিলে যোগ দেন সোসাইটির কর্ণধার দিব্যসুন্দর দাস, বৈদিক চেতনার প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মঠ মিশন ও আদ্যাপীঠের মহারাজেরা। ছিলেন মুরালভাই, নীরেন মজুমদার, প্রাণসুন্দ্র দাস, গৌতম তালুকদার, অসিত আইচ, মলয় রায়, কাউন্সিলের সভাপতি তুষার শীল সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিবেকানন্দের মানবতার নামে তৈরি মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় মশাল নিয়ে খেলা, জাদু প্রদর্শন, জাগলিং সহ আরও নানা অনুষ্ঠান। তবে চোখে পড়ল যোগাসনের বদলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সমারোহ। রাজ্য সরকারের শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত বদল অনুষ্ঠানের যোগাসনের কর্মসূচি অনেকটাই ছেঁটে দিয়েছে। যা নিয়ে বিভিন্ন যোগ সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। দর্শকরাও বঞ্চিত হল যোগ প্রদর্শনী থেকে।

কলকাতায় যোগ নিয়ে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করলো আর্ট অফ লিভিং দেশপ্রিয় পার্কে। এদিনের অনুষ্ঠানে সূচনা করেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। যোগ শরীর এবং মন দুইই ভালো রাখতে সাহায্য করে, এরই টানে অসংখ্য বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, পড়ুয়া এবং আরও অসংখ্য মানুষ যোগদান করে। সেতার তবলার তালে তালে যোগ প্রশিক্ষণ সত্যিই ছিল অনবদ্য। কিন্তু এই একদিনের যোগ প্রশিক্ষণে কি সত্যি সুরাহা মিলবে। এই প্রশ্নের জবাবে আর্ট অফ লিভিংয়ের শিক্ষিকা জবা মিত্র বলেন তারা বিগত বহু বছর ধরেই এই প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে তবে এখন সময় হয়েছে সচেতনতা বাড়ানোর, তারা হয়তো সফল হবেন । আর্ট এক্সসেল নামে একটি প্রশিক্ষণ চালু করেছে পড়ুয়াদের জন্য বললেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। তিনি আরও বললেন, বিভিন্ন জায়গায় এবং কিছু দেশেও স্কুলে যোগ শিক্ষা একটি অঙ্গ কিন্তু বাংলায় এখনও সম্ভব হয়নি। তবে এটি একক প্রচেষ্টায় হবে না। সরকারকে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকেও এগিয়ে আসতে হবে এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যোগ অভ্যাস করতে রাজি বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়ারাও। তারাও বলে, যদি স্কুলে যোগ অভ্যাস করনো হয় তাহলে তারা পিছিয়ে আসবে না। কলকাতায় এদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যোগ অভ্যাসে সামিল হন বহু মানুষ। এছাড়াও শ্রীশ্রী আকাদেমিতে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর উপস্থিতিতে যোগে সামিল হন আবাল বৃদ্ধ–বণিতা। ভারত সেবা আশ্রমের তত্ত্বাবধানে সংঘের সম্পাদক দিলীপ মহারাজ একটি মশাল মিছিলের অনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আশ্রম থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম অবধি।

উচ্চাশা নয়, চাহিদাপূরণের গল্পগাথা

ওলাপাড়ার আহ্লাদীর অনেক স্বপ্ন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

‘আচ্ছা আমার ঘরটা কি বসে যাচ্ছে?’

অন্য জায়গার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার জন্য বোধহয় উদভ্রান্ত মহিলা এদিক ওদিক তাকাতে থাকলেন। ঘরটা এই ঘোর বর্ষায় নিচের দিকে বসে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ পর ফের প্রশ্ন করলেন, ‘আচ্ছা, আমার ঘরের টিনটা কি চাল থেকে খসে আসছে?’ উত্তরের অপেক্ষা না করে, মহিলা টিনটা ওপরের দিকে ঠেলার চেষ্টা করলেন। টিনটা কিন্তু নড়ল না। যেখানে ছিল সেখানেই থাকল।

অনেকদিন তীব্র গরমের পর, সাতসকালে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। এর মধ্যেই গেলাম মুর্শিদাবাদের কান্দি ব্লকের মাধুনিয়ার ‘ওলাপাড়ায়’। এই গাঁয়ের স্বনির্ভর দলের নেত্রী ডলি হাজরা বললেন, ‘ওলাপাড়া কথার মানে হল নদীর ধার।’ পাশেই কানা ময়ুরাক্ষী নদী। তাই এই নাম।

কানা ময়ুরাক্ষী নদীর জল যে কোনো সময় এলাকাটা ভাসিয়ে দিতে পারে। এই অবস্থায় একজনের বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়ির পাশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার নতুন রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। বড় রাস্তা থেকে নিচে নামলাম। রাস্তা কাদায় প্যাচপ্যাচে। এর উঠোন, ওর রান্না ঘর পেরিয়ে দাঁড়ালাম এক জায়গায়। অনেকের ঘরের দেওয়ালে বাঁশের ওপর কাদা লেপা। ডলি হাজরা হাঁক পাড়লেন। একজন যুবতী দৌড়তে দৌড়তে এলেন। গায়ে ভেজা শাড়ি। সঙ্কোচে বললাম, ‘অসময়ে এসেছি’। ভদ্রমহিলা বললেন, ‘এই বিপদের সময় লোক পায় কে বলুন তো?’ কথাটায় কেমন দার্শনিকতার সুর।

তখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। মহিলা ঘরে উঠতে বললেন। ঘর বলতে চার হাত বাই চার হাত একটা উঠোন। তার পেছনে বেড়া দেওয়া দু’টো খুপরি। টিন–খড়ের ওপর কালো প্লাস্টিক চাপান। ঘরে কোনো জানলা নেই। ঘরটা অন্ধকার। বাড়িউলি সেই মহিলা ঘরের ভেতর থেকে কিছু একটা বার করতে গেলেন। টর্চটা খুঁজে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ওঁর নাম জানতে চাইলাম। বললেন,

– আহ্লাদী দাস।

– বয়স কত?

– সাতাশ আঠাশ হবে।

ভেজা শাড়ি গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে করিয়ে দিলাম আহ্লাদীকে। তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকেন।

ঘরটা ভেঙে গেলেও আহ্লাদীর স্বামী বাড়িতে একটা পাকা পায়খানা ঘর বানাতে শুরু করেছেন। বললাম, পাকা না করে এর থেকে কম টাকায়ওতো পায়খানা ঘর হত?

– হত বটে, কিন্তু বাড়ির মানুষ বইলল, ছেলের কালও কাটবে এমন পায়খানা বানাব। কম খরচে করলে আমাদের আমলটা কাইটবে, কিন্তু ছেলেদের কাইটবে না।

– ঘরটা পাকা না করে পায়খানা ঘরে হাত দিলেন কেন?

– ঘরে পায়খানা নেই। বড় লজ্জা লাগে মাঠে যেতে। আর এই বর্ষার সময় তো খুব অসুবিধা। বর্ষা আর নদীর জলে মাঠ ভর্তি। গোটাটা সাপ খেলে। এখন পায়খানা ঘরটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুব ঝামেলা।

– কিন্তু আগেভাগে করলেন না কেন?

– ডলিদি শুধাল এই পায়খানার কথা, ‘তার আগেতো জানতাম না কম পয়সায় ভাল পায়খানা ঘর করা যায়।’ আহ্লাদী জবাব দেন। আহ্লাদী বললেন, ‘প্রধানকে অনেকবার বইলেছি একটা ঘর বানিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রধান দুব দুব করছে, ঘরটা দেয়নি। দিবে হয়তো!’ অবিশ্বাসের মধ্যেও আশায় বুক বাঁধেন আহ্লাদী।

আহ্লাদীর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে ক্লাস এইটে আর মেয়ে ফোরে পড়ে। আহ্লাদীর ইচ্ছা, ‘ছেলেকে পড়াব, লোকের বাড়ি ইঁট তোলাব না, ও বড় নরম স্বভাবের।’ আহ্লাদীর স্বামী রাজমিস্ত্রির লেবার। স্বামী–স্ত্রী দু’জনেই ছেলেকে ‘লেবার’ বানাতে চান না। আহ্লাদী বললেন, ‘ওর বাপ বইলেছে, পেটে কম খাব তবু তোকে লিখাপড়া শিখাব। লেবার হতে দুবনি। লেবারের কাজে বড় খাটনি।’

‘শুধু স্বামীর লেবারগিরিতে চলে না, তাই মুড়ি ভাজার ব্যবসা করি। তবে খাটুনির লাভটা আসে না। কিছুটা মুড়ি পাওয়া যায়, এই। ঘরে খাই। তবে আগে লস পেছিলাম বলে বন্ধও করে দিয়েছিলাম।’ আপন মনে আহ্লাদী নিজের কথা বলে চলেছেন। ‘তিনটা ছাগলের পেটে ছা ছিল, মরে গেল। গরু ছিল। বাড়ির ধার মেটাতে বিক্রি করে দিলাম।’

যাকে ঘিরে আহ্লাদীর অনেক স্বপ্ন সেই ছেলে চয়ন অনেকটা দূরে আনমনা হয়ে বসে আছে। কানা ময়ূরাক্ষী নদীর জল ক্রমশ বাড়ছে। চয়নের চোখ সেই জল মাপছে। ওকে ডাকি। কাছে আসে। ‘পড়াশোনা করতে কেমন লাগে?’ জানতে চাই। বলে, ‘ভাল, কিন্তু অঙ্ক আটকে যায়। তখন ভাল্লাগে না।’ চয়নের চোখটা অস্থির হয়। নদীর জল বেড়ে পাড়টা ডুবছে তখন। নদীর জলে বাসস্ট্যান্ডের নোংরাগুলো ভেসে যাচ্ছে প্রবল গতিতে।

চয়নের ঠাকুমা অভয়ারানী বৌমাকে ডাকলেন। ‘জল কি আর থামবেনি রে?’ আশি বছরের অভয়ার ভয় কিসে? যদি ঘরটা পড়ে যায়! অভয়া এই সংসারে ‘পেথক’। আলাদা খান।

– চলে কিসে?

– এক ছেলের বিপিএল কার্ড থেকে পাওয়া চালে সারা মাসের রান্না, আর খানিকটা বিক্রি করে তেল নুনটা হয়ে যায়। আহ্লাদী উত্তর দেন। অভয়ার নিজের বার্দ্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা কিংবা বিপিএল কার্ড কিছু নেই।

তখন বৃষ্টি নেই। গ্রামটা কাদায় মাখামাখি। গ্রামের ‘কাকলী’ স্বনির্ভর দলের সদস্যারা মিটিং করছেন। আমার মনে নানা প্রশ্ন । এই দলের নেত্রী বছর পঁয়ত্রিশের কাকলী দাস বললেন, ‘সব উত্তর দুব। যেটা বটে সেটাই বলব।’ এই দলের মিনতি সরকারের আদি বাড়ি ছিল মাড়গ্রামে। শিক্ষক স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবা হয়ে এখানে এসেছেন। এখানে এলেন কেন? ‘মনের সঙ্গে দিয়ানিশ হল না নিজের গ্রামে। তাই এখানে চলে এলাম।’ এখানে লোকের বাড়ি রাঁধুনীর কাজ করে পেট চালান। ‘মাস্টারের বিধবা বউ নিজের গাঁয়ে তো রাধনীর কাজ করতে পারে না। লোকে খারাপ বলবে তো।’ লোকলজ্জায় বসতভিটে ছেড়ে আসা ৫৫ বছরের মিনতি সভা থেকে উঠে যাওয়ার সময় কথাগুলো বলে গেলেন।

এই দলের মামণি মন্ডল পনেরো হাজার টাকা লোন নিয়েছেন। ‘লোন নিয়ে স্বামীকে দিয়েছি গ্রিলের কারখানা করার জন্য।’ মামণির মুখটা বেশ উজ্জ্বল দেখাল। কিন্তু ব্যবসা বাড়লেও মামণির বাড়িতে পায়খানা ঘর নেই কেন, জানতে চাইলাম। মামণি বলেন, ‘পায়খানা কি ইনকাম দেবে? ওখানে টাকা লাগিয়ে কী লাভ !’ দলের অন্যান্য সদস্যারা বোধহয় মামণির কথায় কিছুটা বিব্রত হলেন। আহ্লাদী যে লজ্জার কথা বলেছিলেন, মামণির গলায় সেই বোধ নেই। দশ জনের দলে সাত জনের বাড়িতে পায়খানা ঘর আছে। কিন্তু দলের সদস্যরা চান, সবার বাড়িতেই পায়খানা ঘর হোক। মামণির স্বামী বাণেশ্বরকে বিষয়টা ভালভাবে বোঝানোর জন্য এই সভাতেই ডেকে পাঠান হয়েছে।

আহ্লাদী এই দলেরই সদস্য। যিনি ঋণ নিয়ে বাড়িতে পায়খানা ঘর বানাচ্ছেন। তিনি সচেতন। তাই তাঁর কাছেই জানতে চাই, মেয়ের কত বছর বয়সে বিয়ে দেবেন? তাঁর উত্তর, ‘আগে তো ওকে পড়াবো, তারপর আঠারো পেলে বিয়ের কথা ভাবব।’ সেইসময় কান্দির বিডিও–র কাছ থেকে মোবাইলে একটা এস এম এস এল– ‘দ্বারকায় জল বাড়ছে, যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে....।’ ‘কাকলী’ দলের এক সদস্যা বললেন, ‘তিলিপাড়া ব্যারেজে জল ছাড়লে ওলাপাড়া ভেসে যাবে।’

যাওয়া আসার পথে পথে

ঘরটা পাকা না করে পায়খানা ঘরে হাত দিলেন কেন? ঘরে পায়খানা নেই। বড় লজ্জা লাগে মাঠে যেতে। আর এই বর্ষার সময় তো খুব অসুবিধা। বর্ষা আর নদীর জলে মাঠ ভর্তি। গোটাটা সাপ খেলে। এখন পায়খানা ঘরটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুব ঝামেলা।

মাঙ্গলিকী

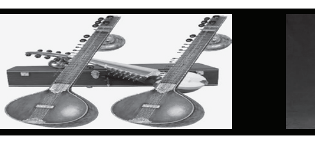

সঙ্গীত তরঙ্গ পত্রিকার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সংবর্ধনা

দিপা কর্মাকার

গত ৫ই জুন ২০১৫ শুক্রবার জীবনানন্দ সভাঘরে সঙ্গীত তরঙ্গ' পত্রিকার ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক বর্ণময় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সভার আয়োজন করা হল।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ যেমন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী ও সিরিয়াল চলচ্চিত্রাভিনেতা পরিমল ভট্টাচার্য্য, সিরিয়ালের অভিনেত্রী সান্ত্বনা বসু, আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক বিপ্লব মজুমদার, বিশিষ্ট লেখিকা ও সঙ্গীতজ্ঞা সবিতা পাল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।প্রথমেই মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের রং-বেরঙের গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হল।

এরপর সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ বিশিষ্ট গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান পর্ব শুরু হয়। অনন্য শিক্ষাব্রতী সম্মান প্রদান করা হয় মেদিনীপুর টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের গবেষক ড: বিবেকানন্দ চক্রবর্তীকে। তার হাতে স্মারক তুলে দেন কবি,নাট্যকার ও অভিনেতা মোহন মিত্র মাহাতো ও মানপত্র তুলে দেন পরিমল ভট্টাচার্য্য। বিবেকানন্দবাবু সঙ্গীত তরঙ্গ ও সম্পাদক চিত্তপ্রিয় চ্যাটার্জীর এহেন কর্মোদ্যগকে সাধুবাদ জানান ও শিক্ষায় সংকট ও রবীন্দ্রনাথের মুক্তি' বিষয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেন। বিশিষ্ট সঞ্চালক ও সমাজসেবী আকবর শেখকে স্মারক তুলে দেন সান্ত্বনা বসু ও মানপত্র তুলে দেন পরিমল ভট্টাচার্য্য।সুন্দরবনের নোনা মাটি, নোনা জল ও নোনা বাতাসে বড় হয়ে ওঠেন আকবর শেখ যিনি একাধারে পেশায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ও অন্যদিকে নেশায় সঞ্চালক।পারিপার্শ্বিক বহু জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজের সঞ্চালনাকে সকলের সামনে কৃতিত্বের সাথে মেলে ধরেছেন।আর এই চলার পথে যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে কবি ও সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ সরকার ও তার স্ত্রী অজন্তা সরকারের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এর পাশাপাশি তিনি তাঁর বক্তব্যে সুন্দরবনের বর্তমানে শিক্ষার বিস্তার ও তজ্জনিত প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দুই-একটি বক্তব্য তুলে ধরেন।

সুদূর মুম্বই থেকে আগতা সঙ্গীত শিল্পী কেয়া দাশগুপ্তকে স্মারক তুলে দেন পরিমল ভট্টাচার্য ও মানপত্র প্রদান করেন বিপ্লব মজুমদার। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মারক প্রদান করেন সবিতা পাল চৌধুরী ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন পরিমল ভট্টাচার্য।অনুষ্ঠানের শেষ সম্বর্ধনা প্রাপক তরুণ চিত্র পরিচালক আদিত্য দাসকে স্মারক ও মানপত্র প্রদান করেন সান্ত্বনা বসু।

লীনা ভট্টাচার্যের গানের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যার বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব শুরু হয়। এরপর সুস্মিতা সেন সর্দার,নিবেদিতা চট্টোপাধ্যায়, অরূণা মন্ডল কবিতা পাঠ করেন।তবে আসমানী কুন্ডুর কণ্ঠে গীত সঙ্গীত এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে আলাদা চমক এনে দেয়।

সঙ্গীত তরঙ্গের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিশেষ অতিথি মাননীয় পরিমল ভট্টাচার্যকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়।তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন ড: বিবেকানন্দ চক্রবর্তী ও বিপ্লব মজুমদার ও মানপত্র তুলে দেন সবিতা পালচৌধুরী। এই তালিকায় বাদ পড়েননি মাননীয়া সান্ত্বনা বসুও। তাকে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য স্মারক তুলে দেন ড: বিবেকানন্দ চক্রবর্তী ও মানপত্র তুলে দেন বিপ্লব মজুমদার।

সান্ত্বনা বসু নিজের বক্তব্যে জানান যে সঙ্গীত তরঙ্গ' পত্রিকার পরিসর ছোট হলেও কর্মোদ্যগ বিশাল যা দেখে তিনি বিস্মিত ও মোহিত।তিনি আরও জানান যে এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের আর সম্বর্ধনা প্রদানের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান সম্পাদক মহাশয়কে। সঙ্গীত তরঙ্গ তার এই বিশাল কর্মোদ্যগ নিয়ে এগিয়ে যাক এই সফলতা কামনা করে নিজের বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর সঙ্গীত তরঙ্গের পক্ষ থেকে আটটি গানের সংবলিত ব্রহ্মময়ী মা'-ভক্তিমূলক সিডির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পরিমল ভট্টাচার্য ও সবিতা পাল চৌধুরী। সিডি প্রসঙ্গে পরিমলবাবু জানান যে, এই সিডির আটটি গান বিশেষ করে প্রথম গানটির স্বরলিপি, সুর অভিনব ও অনন্য এবং এই সিডির সফলতা কামনা করেন। তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান সম্পাদক মহাশয়কে এই সুন্দর সুষ্ঠ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য। অবশেষে দর্শকদের আন্তরিক অনুরোধে একটু সুন্দর গান সকলকে উপহার দেন।

এরপর শুরু হয় স্বরচিত কবিতা পাঠ, গান আবৃত্তির আসর।প্রায় ২৫জনের মত পরিচিত অপরিচিত শিল্পীরা এই আসরে অংশগ্রহণ করেন। 'ব্রহ্মময়ী মা' সিডি অ্যালবাম থেকে কৃষ্ণপ্রসাদ বেরার ভক্তিমূলক গান, নিবেদিতা চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা সেন সর্দারের স্বরচিত কবিতা পাঠ বেশ উল্লেখযোগ্য। অবশেষে সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ ও দর্শকমন্ডলীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের ইতি ঘোষণা করেন।

পুস্তক আলোচনা

যুগ সাগ্নিক

(সম্পাদক—প্রদীপ গুপ্ত) বৈশাখ ১৪২২ সংখ্যা—বর্তমান সংখ্যাটি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংখ্যা হিসাবে ঘোষিত। শুরুতেই সেই বিষয়ের ওপর লেখা একগুচ্ছ নিবন্ধ। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ (ভারতের জাতীয় সংহতি ও বিবেকানন্দ), রামরমণ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রভাবনায় সাম্প্রদায়িকতা), ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন (ভারতাত্মার প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্র) প্রমুখ রচনাগুলি আমাদের সজাগ করে। সেই একই থিমে রচিত প্রদীপ গুপ্তের গল্পটিও (নানি) দাগ কাটে। কবিতা-পর্বের প্রথম অংশে রত্নেশ্বর হাজরা, অরুণ ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয়াংশে অজিত বাইরী, তারাশংকর দত্ত, নাসের হোসেন, সুশীল মণ্ডল প্রমুখের কবিতা ভালো লাগে। সৌরীন চট্টোপাধ্যায়ের

অরূপ রতন

গল্পটি (তিন রাত্তির) বাস্তবতার রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে সরে গেলেও, মজার গল্প হিসেবে সেটুকু বাত্যয় মানতে কষ্ট হয় না। তবে এই সংখ্যার সেরা গল্প দুটি উপহার দিয়েছেন শর্মিষ্ঠা নাহা (দুধের দাম) ও ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় (শকুন)। ট্রেনের মহিলা কামরার মত কেবল মহিলা কবিদের (এমন বিভাজন যদিও হাস্যকর) কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে অর্ধেক আকাশ অংশে এবং এঁরা প্রায় সকলেই কামাল করে দিয়েছেন। শাশ্বতী সরকার, শেফালী সরকার, অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, বীথি সরকার, কৃষ্ণা দাস, কানন পোড়ে প্রমুখের উল্লেখ করতেই হয়। ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্যের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ-কথা উপভোগ্য। ছোটদের বিভাগে ম্যাজিকের লেখাটি মুদ্রণ-প্রমাদের শিকার হয়েছে, ফলে ম্যাজিক শেখার মজাটি মাটি। বেশ কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ লক্ষ্য করা গেল ইতিউতি। দীপ্তি বণিক দীপ্ত বণিক হয়ে গিয়েছেন। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে বাড়তি নজরদারির দায়ও বর্তায় নাকি পত্রিকা সম্পাদক গোষ্ঠীর উপর! (পত্রিকার ঠিকানা : ২/৫৬এ নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০ ০৯২। ফোন : ৯০৫১৪৭১০৭৫, ৯০৮৮৩৮৪৮৯৬)

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক-সুনীল গুহ, বৈশাখ ১৪২২ সংখ্যা) বৈশাখের তাপ অনেকটা প্রশমিত হয়ে যায় এই সংখ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা, মীর আহম্মদ আলি, আরতি দে, অনিমা বিশ্বাস, শেফালি সরকার, মিনু প্রধান মণ্ডল, অনন্যা মিশ্র, কানন পোড়ে, মৌমিতা দাস, প্রদীপ সাহা প্রমুখের কবিতা/ছড়া-র গুণে। বৈশাখ নিয়ে একটি রম্য রচনাও রয়েছে (সুকুমার মণ্ডল) তা যত না হাসায়, মন উদাস করে বেশি। সুনীল ঘোষের গল্পটি (ললিতা মডেল হতে চায় নি) অনবদ্য। ছোটদের বিভাগটি একটু যেন খাপছাড়া এলোমেলো। এই সংখ্যার গোড়ায় একমাত্র নিবন্ধটি লিখেছেন নীল নক্ষত্র (ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের ইতিকথা)। ফের শেষের পাতায় একটি কবিতাও (বিবর্তন) লিখেছেন নীল নক্ষত্র। পত্র-পত্রিকার আলোচনাতেও নীল নক্ষত্র (এটি কি ছদ্মনাম!), আগাগোড়া নীলের ছড়াছড়ি (পত্রিকার ঠিকানা – গীতাঞ্জলী, রবীন্দ্র আবাসন, ২১০৩, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৮২। ফোন নং ৮০১৭৩৩৪১৪৮ / ৯০৮৮১৮৩৩৫)

বড়িশার জাদু আড্ডা

১৩ জন জাদুকর ও জাদুপ্রেমী সুধীজনের উপস্থিতিতে আসর জমে উঠেছিল। যুবা জাদুপ্রতিভা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অভীক দত্তকে জাদু আড্ডার তরফে বিশেষ শুভেচ্ছা জানানো হল, কারণ কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছেন। এদিনও অভীক তাস, মুদ্রা প্রভৃতি নিয়ে অনবদ্য বৈঠকি জাদু দেখিয়ে গেলেন (মনে পড়ে গেলো কবির গানের কলি, 'যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও')। এছাড়াও এদিন জাদু দেখালেন শুভায়ণ শিকদার, তপন মিত্র, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'লেডি টু লায়ন' ছবির খেলাটি সুন্দরভাবে দেখাল খুদে জাদুকর বিশ্বক মল্লিক (ঠিক ঠিক তালিম পেলে এগোবে।) শারদীয় 'শুভ প্রত্যাশা' সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত জাদু সম্রাটকে নিয়ে লেখা সুন্দর নিবন্ধটি পড়লেন জাদু সম্রাটের স্নেহধন্য বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার। জাদু সম্রাটকে নিয়েই লেখা 'একটি নাম' কবিতাটি শোনালেন কবিতাটির রচয়িতা তথা আড্ডার সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতিপ্রেমী ইঞ্জিনিয়র সমীর সেনগুপ্ত বিভিন্ন জনের খেলা নিয়ে সুচারু মতামত জানান। সবার শেষে এই জাদু আড্ডার সার্থকতার কথাও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন। চা-জলযোগের সাথে আড্ডা চলতে থাকে নিজের ছন্দে...

'শুভ প্রত্যাশা'র আসর

বহু বছরের সাহিত্য পত্রিকা 'শুভ প্রত্যাশা'র সাম্প্রতিক সমৃদ্ধ সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটবে নিজস্ব দফতরে (১/৭০, শ্রী কলোনী, কলকাতা ৭০০ ০৯২) আগামী ১১ জুলাই বিকাল ৫টায়। আসরে উপস্থিত থাকবেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি, সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল, প্রধান উপদেষ্টা কবি সৌরিন চ্যাটার্জী সহ উপদেষ্টা কবি নিতাই মৃধা প্রমুখ। আসরের বিষয়ে পত্রিকার সম্পাদক কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে : ৯৮৩০৯২৯৩৫২।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি জেলা পুলিশের উদ্যোগে ভদ্রেশ্বর থানা ও ভদ্রেশ্বর থানার কেন্দ্রীয় প্রতিরোধবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান করেন পুরুষ ও মহিলা সহ ৭৫ জন। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হুগলি পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠি। ভদ্রেশ্বর থানার ওসি অনুদ্যুতি মজুমদার চন্দননগরের এসডিপিও দীনেশ কুমার, কৃষি রাষ্ট্র মন্ত্রী বেচারাম মান্না, শ্রম দফতরের সচিব তপন দাশগুপ্ত, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়, চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র, ভদ্রেশ্বর পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী। ভদ্রেশ্বর নৈশ বাহিনীর সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ।

বর্ষপূর্তিতে চাঁদের হাট'

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্দিরবাজার: সম্প্রতি মন্দিরবাজার থানার ধনুরহাটের 'বোধোদয়' সংস্থা তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'পাঁচনন উচ্চ বিদ্যালয় প্রেক্ষাগৃহে'। সকালে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন এলাকার প্রায় শতাধিক মানুষ। দান করা রক্ত 'ডায়মন্ড হারবার জেলা হসপিটাল ব্লাড ব্যাঙ্ক'-এ সংরক্ষণ করা হয়। বিকেলে আয়োজিত 'সম্মান জ্ঞাপন' ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা ও শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র সহ স্মারক। প্রকাশিত হয় বোধদয় সংস্থার মুখপত্র 'কলমের সৃষ্টি', ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য সিদ্ধার্থ দত্ত সহ নিবন্ধক সঞ্জয় গোপাল সরকার, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক দেবীশংকর মিদ্যা, কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সৈকত ঘোষ, সাংবাদিক সামিম হোসেন, ছড়াকার সুনীল পুরকাইত, কবি ভাগ্যধর বৈদ্য সহ এলাকার বহুবিশিষ্ট মানুষজন।

সংস্থার অন্যতম প্রাণপুরুষ অলক প্রামাণিক জানান ''আমাদের এই সংস্থার কর্মকাণ্ড আস্তে আস্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আমরা বেশি করে শিশু শিক্ষায় জোর দিয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাব।''

সাহিত্য সংস্কৃতির বার্ষিক অনুষ্ঠান

পশ্চিম পুঁটিয়ারীর ব্যানার্জী পাড়ায় অবস্থিত রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি সাহিত্য সভার বার্ষিক অনুষ্ঠানে ১২৮ জন কবি, লেখক, শিল্পী যোগদান করেন—খুবই অল্প দিনের মধ্যে এই মাসিক সভা যে লিটল ম্যাগাজিন জগতের সুধীজনের কাছে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তা উপরের সংবাদেই বোঝা যায়। অনুষ্ঠানটি হয় স্থানীয় ব্রজমোহন তিওয়ারী বিদ্যালয়ে। মঞ্চ অলংকৃত করেন 'পাঠাগারের সভাপতি ভূপেশ চন্দ্র দাস, সাহিত্য সভার সভাপতি কবি রত্নেশ্বর হাজরা, সৌরীন চ্যাটার্জী, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, বিশিষ্ট অতিথি কবি অপূর্ব দত্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন দক্ষ বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী।

প্রথমে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন সভাপতি ভূপেশ চন্দ্র দাস। এরপর পঞ্চপ্রদীপ জ্বালালেন ভূপেশ চন্দ্র দাস, রত্নেশ্বর হাজরা, চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত ভদ্র, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সম্প্রতি প্রয়াত পাঠাগারের সহ সভাপতি নীহার রায়ের স্মৃতিতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপরেই ছিল শিবানী দত্তর উদ্বোধনী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন। এরপর শুক্লা ভট্টাচার্য আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভার একটি বিস্তৃত সংবাদ সকলকে পড়ে শোনান। কিছুদিন আগেই পাঠাগারের তরফে ছোটদের আঁকা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুদিন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে বিবিধ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ছোটদের আঁকা ছবি, সুব্রত ভদ্রর আঁকা বিশিষ্ট বাঙালিদের ছবি দিয়ে এদিন সভাঘরকে অনবদ্যভাবে সাজানো হয়।

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন; এই সাথে আরও বলেন সম্প্রতি শুরু হওয়া মাসিক সাহিত্য সভার কথা। শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা আসরে উপস্থিত ছোটদের উদ্দেশে সংক্ষেপে, অতি সহজ সরলভাবে অনুপ্রেরণামূলক উজ্জ্বল ভাষণ দিলেন। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠে আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন। বিশিষ্ট অতিথি স্বনামখ্যাত ছড়াকার ও কবি অপূর্ব দত্ত বললেন, বরিষ্ঠ কবি রত্নেশ্বর হাজরা পরের প্রজন্মের কবিবৃন্দের অতি শ্রদ্ধেয় কবি। ৬০-এর দশকে কবিতা নিয়ে আন্দোলনে সামনে ছিলেন শ্রদ্ধেয় রত্নেশ্বর হাজরা। তিনিই এই সংগঠনের সভাপতি, তা জেনে শ্রীদত্ত প্রকৃতই খুশি। আসরে উপস্থিত সুব্রত ভদ্র ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বহু দিন চেনেন সে কথাও বললেন। বস্তুত শ্রদ্ধেয় কবি শ্রী হাজরা এই আসরে থাকবেন জেনেই তিনি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন আসরে আসার। আসরে এসে তাঁর ভাল লাগছে সে কথাও জানান। পরে শোনালেন তাঁর কিছু দুর্দান্ত ছড়া ও কবিতা। আসর হল সমৃদ্ধ। এর পরেই অপূর্ব দত্তর বিখ্যাত কবিতা 'বাংলা টাংলা' শোনাল বালিকা শোভনিকা চ্যাটার্জি। এছাড়াও ছোটরা যারা বিবিধ কবিতার আবৃত্তি শুনিয়েছে তারা হল ময়ূখ মণ্ডল, অনুপম গুহ। এদিন স্বরচিত কবিতা পাঠে আবৃত্তিতে, অনুগল্প পাঠে, রম্য রচনা পাঠে বহু কবি, লেখক অংশগ্রহণ করেন। বিবিধ গানে উজ্জ্বল ছিলেন বহু সঙ্গীত শিল্পী। এঁদের মধ্যে ছিলেন নবকুমার, কিশোরী সোমা রায়, সুব্রত ভদ্র (রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় সুর দিয়ে গান), তরুণ সুকৃত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মজার গল্প 'দাঁতের লড়াই' শ্রুতিনাটক হিসাবে পরিবেশন করলেন সৌরীন চট্টোপাধ্যায় ও কল্পনা বিশ্বাস কুণ্ডু। অপূর্ব দত্তর মজাদার ছড়া শোনালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যেটি বহুবছর আগে জাদুকর চক্রের একটি সারণীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশিষ্ট অতিথি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন বললেন, গত ২৫ বছর ধরে তিনি এই অঞ্চলে আসা যাওয়া করছেন। রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সামনে দিয়ে গেলেই তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে যায়। এখন নিয়মিতভাবে পাঠাগারে মাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যবস্থা করার জন্য তিনি পাঠাগারের কার্যনির্বাহী সদস্যদের অভিনন্দন জানান। ডঃ বর্ধন যুগ সাগ্নিক থেকে তাঁর একটি কবিতাও পড়লেন। উদয় চক্রবর্তীর হাতে 'এশিয়ান হিউম্যান রাইটস' বইটি তুলে দিলেন, সঙ্গে অন্যরাও রইলেন। এদিন কোচবিহার থেকে আগতা লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। উদয় চক্রবর্তীও সমৃদ্ধ আবৃত্তি শুনিয়েছেন। সুরজিৎ দাস—শ্রীমতী দাসের পরিবেশিত শ্রুতিনাটক দিয়ে ৪ ঘন্টা পার করে আসর শেষ হয়।

সুন্দরবনের ডায়েরি

বুড়ো ঠাকুরানি সন্তুষ্ট হলে বিপদ কাটবে, আবার মাছও উঠবে বেশি

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

নির্মল দাসের বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। বাবা বিজয় কৃষ্ণ দাস। বাবা মারা গিয়েছেন। আমার সঙ্গে বেশ পরিচয় ছিল। বাংলা থেকে এখানে এসেছিলেন। ডায়মন্ড হারবার থেকে ৪-৫ কিমি দক্ষিণে হুগলি নদীর বাঁধের লাগোয়া একটু জায়গা কিনে বসবাস শুরু করেন। তিনি অভিজ্ঞ মৎস্যশিকারি ব্যবসায় অনেক উন্নতি করেছিলেন। গভীর সমুদ্রে নিজে মাছ মারতে যেতেন। এগারখানা ট্রলারের মালিক ছিলেন। নির্মলবাবুও সফল ব্যবসায়ী। চারখানা ছয় সিলিন্ডার ট্রলার আছে। একসময় ট্রলার নিয়ে সমুদ্র চষে বেড়িয়েছেন। এখন নিজে ট্রলার নিয়ে মাছ মারতে সমুদ্রে যান না। বাড়িতে থেকে নিপুণ হাতে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসা দেখাশোনা করেন। কয়েক বছর আগে আমার সঙ্গে নদীর রাস্তায় সকালের দিকে দেখা। আমি সুযোগ পেলে নদীর রাস্তা ধরে জেলে পাড়ার দিকে প্রায়ই যাই। অনেকেই আমার পরিচিত। দেখা হলে অনেক কথাবার্তা হয়। তাঁদের ব্যবসার খবরাখবর নিই। সেদিন ছিল শনিবার। নির্মলবাবুর সঙ্গে নদীর রাস্তায় দেখা। দেখতে পেয়ে বললেন, কোথায় যান? আসেন, আমাদের বাড়ি আসেন। বাড়িতে আজ পুজো আছে।

কী পুজো? আমি জানতে চাইলাম

বুড়ো ঠাকুরানির পুজো। যেডার কথা একবার কইছিলেন। আসেন নিজের চোখে দেখেন। চলে যাবেন না। প্রসাদ খাইয়া তবে যাবেন।

আমার আগ্রহ বাড়ল। বাংলাদেশি জেলেরা বুড়োঠাকুরানির পুজো করেন। তার নিয়মকানুন ওঁদের কাছ থেকে জেনেছিলাম। কিন্তু নিজের চোখে এই পুজো আগে কখনও দেখিনি। সেই সুযোগটা পাওয়াতে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। নির্মলবাবুর বাড়িতে ঢুকলাম। সুন্দর পাকা বাড়ি। একেবারেই নদীর ধারে। মনোরম পরিবেশ। পাশেই বাবার তৈরি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন। প্রশস্ত উঠোন। বাড়ির পিছনে ছোট সুন্দর পুকুর। উঠোনে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। তিন-চারজন বয়স্কা বিধবা মহিলা উপোস করে পুজোর আয়োজন করছেন। এঁদের মধ্যে একজন নির্মলবাবুর মা। একটা বড়ো আঙট কলাপাতায় তিনটে মাটির তাল বসানো। প্রত্যেকটাতে সিঁদুরের টিপ। ছোট কাঠের পিঁড়িতে পিতলের ঘট বসানো। ফুল দুর্বো, ধূপ-ধুনো, প্রদীপ সবই আছে। তিনটে ছোটো ছোটো আঙট কলাপাতায় পায়েস।

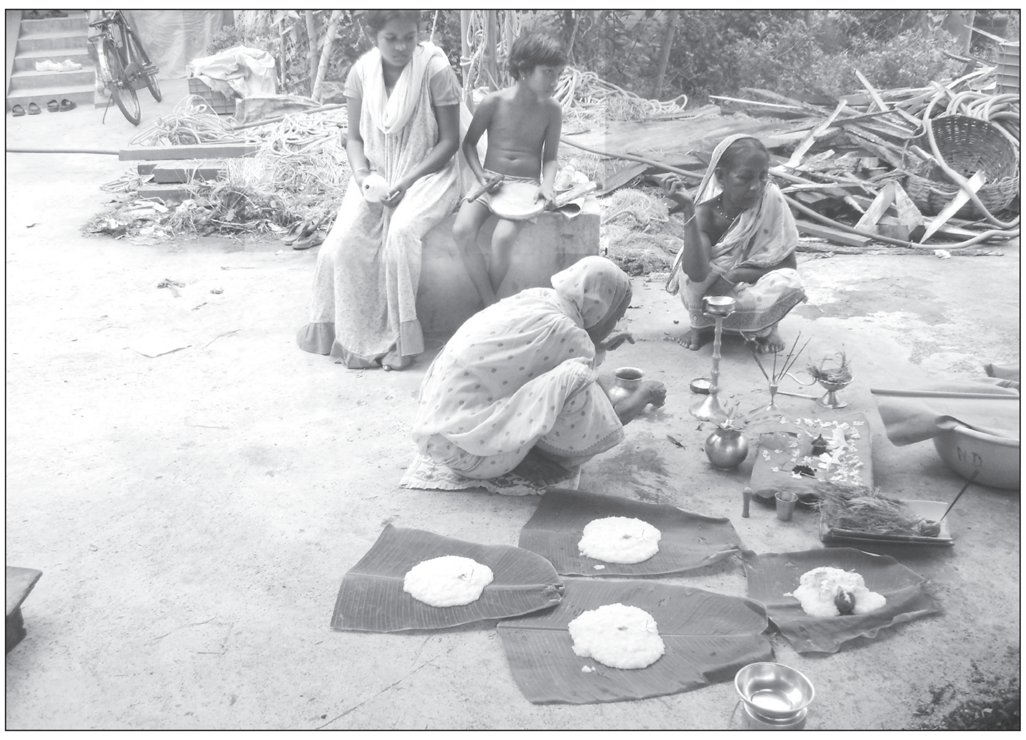

বুড়ো ঠাকুরানির নৈবেদ্য। এই পুজোর প্রধান উপকরণ পায়েস। পায়েস রান্নার যে উপকরণ সেগুলো সঠিক হতে হবে। একটা নৌকোর জন্য চাই এক কেজি আতপ চাল, সোয়া একটা নারকেল কুড়ো এবং সোয়া এক কেজি ঝোলা গুড়। এখন গুড়ের বদলে চিনিও ব্যবহার করা হয়। নির্মলবাবুর চারটে ট্রলারের জন্য লাগবে সমস্ত উপকরণ চারগুণ করে।

—বুড়ো ঠাকুরানির পুজোয় দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। বললেন নির্মলবাবু।

—কী কী সেই দুটো জিনিস। আমি জানতে চাইলাম।

—পুজোর আয়োজন করতে হবে বিধবা মহিলাদের। পুজো করবেন একজন বিধবা মহিলা। আর পায়েস রান্নার নির্দিষ্ট উপকরণের পরিমাণটা মেনে চলতে হবে।

—বুড়ো ঠাকুরানির পুজোর অধিকার একমাত্র বিধবা মহিলার কেন? আমার প্রশ্ন।

—শুধু বিধবা হলে চলবে না, এমন বিধবা হতে হবে যার মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

—কেন?

—একমাত্র সেই বিধবাই যৌন কামনা মুক্ত। তিনিই ঈশ্বর উপাসনার উপযুক্ত।

মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একটা অংশের এরকম বিশ্বাস। এই পুজোয় নৌকোর মাঝিরাও আমন্ত্রিত অতিথি। তাঁরা স্নান করে উপোস থেকে এই পুজোয় অংশ নিয়েছেন। একবার একজন অভিজ্ঞ জেলে জানিয়েছিলেন এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করার জন্য বিবাহিত মাঝিকে আগেরদিন রাতে স্ত্রী সহবাস পরিহার করতে হয়। বুড়ো ঠাকুরানি সন্তুষ্ট হলে শুধু যে সমুদ্রে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে তাই নয়, জালেও প্রচুর মাছ জুটবে।

শুধু আই লিগে সনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এদিকে আবার মোহনবাগানের সনি নর্ডি শুধুমাত্র আই লিগেই খেলতে পারেন। তিনি এখন হাইতির হয়ে জাতীয় দলের শিবিরে রয়েছেন। তারপর আই এস এলে কোনও দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চান। সবুজ মেরুনের দামি খেলোয়াড় সনি নর্ডি কথা দিয়ে গেলেও তাদের সঙ্গে কোনও পাকা চুক্তি হয়নি ক্লাবের। উল্লেখ্য, এবার মোহনবাগানের আই লিগ জয়ের অন্যতম প্রধান কান্ডারী ছিলেন সনি নর্ডি। ফলে তিনি যে কোনও দলের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারেন। তাঁকে পেতে চাইছে সকলেই।

কলকাতা ফুটবল লিগে নয়া নিয়ম

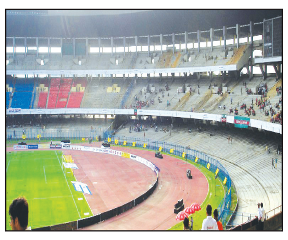

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা লিগে এবার নিয়ম বদল ঘটছে। সুপার ডিভিশন ফুটবল এবার প্রিমিয়ার এ-ডিভিশনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ডিভিশনে খেলবে মোট ১১টি দল। গত মরশুমে ছিল ৮টি দল। প্রতিটি দল একবার করেই বাকিদের সঙ্গে খেলবে। তবে নিয়ম হয়েছে। এবার প্রিমিয়ারে প্রতিটি দলে একজন অনূর্দ্ধ ২৩-র ফুটবলার খেলাতেই হবে। তবে তাকে স্থানীয় ফুটবলার হতে হবে। দলে ২০ জনের মধ্যেও অনূর্দ্ধ ২০-র দুটি ফুটবলার রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কাছে লজ্জার হারের পোস্টমর্টেম

কমল নস্কর

ক্রিকেট মাঠের দুনিয়ায় অনেক লজ্জার হার ইতিপূর্বেই দেখেছেন দর্শকরা। এই তো আজ শ্রীলঙ্কা না হয় বড় দল হিসেবে গণ্য হয়, এমন একটা দিন ছিল যখন সিংহলীদের কাছে হারকে রীতিমতো তিরস্কারের চোখে দেখা হত। সেই সময়ে শ্রীলঙ্কা দলের তারকা ক্রিকেটার বলতে অধিনায়ক দিলীপ মেন্ডিস এবং স্টাইলিস্ট ব্যাটসম্যান রয় ডায়াস। কিন্তু এরা ছাড়া তৎকালীন শ্রীলঙ্কা দল ছিল একেবারেই আনকোরা। তা সেই দলের কাছে তখন যদি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে হারতে হত তখন তাদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হত। এই ভারতও তখন শ্রীলঙ্কার অনুপাতে অনেক বড় টিম হিসেবে পরিগণিত হত। তাই এক-আধবার শ্রীলঙ্কা ভারতকে হারালে গেল গেল রব উঠে যেত এই দেশে। পরিস্থিতিটা পালটাতে থাকে সেই আশির দশকের শেষ এবং নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধ থেকে। পরবর্তীকালে অর্জুন রণতুঙ্গার নেতৃত্বে এবং অরবিন্দ ডি সিলভার দুঁদে ব্যাটিংয়ের দৌলতে বিশ্বকাপও জিতে নেয় একসময়ের দুগ্ধপোষ্য দল শ্রীলঙ্কা।

এই লেখার উদ্দেশ্য আদৌ শ্রীলঙ্কা নিয়ে সাতকাহন করা বা ওদের ঢাক পেটানো নয়। বরং এর মাধ্যমে এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে যে আগামী দিনে এই শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী বাংলাদেশও আমাদের কাছে কঠিন প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে নাকি। এবারের বাংলাদেশ সফরে টিম ইন্ডিয়ার যে করুণ পরিণতি হয়েছে তাতে এই ধারণাই জোরদার হয়ে উঠছে । যেভাবে বাংলাদেশের বোলারদের কাছে কম্পমান লেগেছে বিরাট কোহলি, ধাওয়ান, রায়না বা ধোনিদের তাতে করে আশঙ্কার বীজ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। অথচ এবারের বিশ্বকাপের আসরেও যেভাবে বাংলাদেশ নিধন করেছিল ধোনির ছেলেরা সেটা থেকে আদৌ বোঝা যায়নি বাংলাদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে টিম ইন্ডিয়ার বিজয়রথ।

যদিও বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হারের পিছনে প্রচুর 'ফাউল প্লে' প্রত্যক্ষ করেছিল বাংলাদেশীরা। এমনকি এও মনে করা হয়েছে যে ওইদিন থেকেই বাংলাদেশের মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি বিরাজ করতে শুরু করে যার মূল লক্ষ্য ভারত বধ। তাই শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসি-হাসি ছবি যতই ঐক্যের বার্তা গড়ুক বা কেন ক্রিকেট মাঠকে এখন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবেই দেখছে বাংলাদেশের ছেলেরা।

আর তাই মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটারদের দেখলেই তেতে উঠেছেন তারা। এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। নিজেদের বড় দলের বিরুদ্ধে প্রমাণ করার এই সফল প্রচেষ্টাকে বাহাদুরি দিতেই হবে। তবে খেলার এই উত্তেজনা মাঠের বাইরে ছড়ালেই বিপদ। যার ভুক্তভোগী হতে হয়েছে ভারতের কট্টর সমর্থক সুধীরকে। তাঁকে দর্শকাসনে বাংলাদেশীরা নিগৃহীত করেছে বলে অভিযোগ। এইসব চলতে থাকলে মাঠের জয়ের চেয়েও বাংলাদেশ সমর্থকদের দুর্নাম ছড়াবে ক্রিকেট বিশ্বে। এটা সবার আগে বোঝা দরকার।

এটাও ঠিক এই ধরণের বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমর্থন করেন না অগণিত ক্রিকেটপ্রেমী বাংলাদেশী। ফলে অযাচিত এই ঝামেলাকে তারা বাউন্ডারির বাইরে পাঠাবে বলেই বিশ্বাস আমাদের।

এবার সোজাসুজি চলে আসা যাক ভারতীয় ক্রিকেটারদের খারাপ পারফরমেন্সের ওপর পর্যালোচনা বা চাঁচাছোলা ভাষায় বলতে গেলে তাদের পোস্টমর্টেম করা। এখন ভারতীয় দলের এই লজ্জাজনক হারের পর অনেকরকম কারণ প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে। এর মধ্যে আবার অনেক বিশেষজ্ঞ মনগড়া কিছু তথ্য খাড়া করছেন। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন মসিহা শ্রীনিবাসনের বিদায়ের পর অধিনায়ক ধোনির শরীরের ভাষাই পাল্টে গিয়েছে। এও শোনা যাচ্ছে টেস্টের পর এবার একদিনের ক্রিকেটেও ইতি টানতে চান মহেন্দ্র সিং ধোনি। যদিও এই বক্তব্যের সমর্থনে সোচ্চার হতে সেভাবে কাউকে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। হতে পারে সিরিজ শেষে এমন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে।

ডালমিয়ার নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে শুধু ধোনিই নয় রবি শাস্ত্রীও হয়তো ঠিক মতো স্বচ্ছন্দ হচ্ছেন না। হতে পারে ঘাড়ের কাছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, লক্ষ্মণ সর্বপরি শচীনের নিঃশ্বাস পাচ্ছেন রবি। সেক্ষেত্রে এমনটাও হতে পারে ধোনির সঙ্গে সঙ্গে রবিও অস্তাচলে যেতে পারে। আজহারের গটাপেটা কেলেঙ্কারির পর এক করুণ পরিস্থিতিতে ভারতীয় দলের হাল ধরেছিলেন সৌরভ। বস্তুত তারপর মহারাজের নেতৃত্বে যুবরাজ, সেহবাগ, হরভজন, জাহির খানদের মতো এক ঝাঁক নব্য প্রতিভা টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট গড়ে তোলে। এটাও হতে পারে বাংলাদেশের এই হার সেই শুরুরই এক ইঙ্গিতবাহী দিক। যেখান থেকে সৌরভের তত্ত্বাবধানে ঘুরে দাঁড়াতে পারে বিরাট কোহলির ভারতীয় দল। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে গর্ভে রেখেও এখন এই হারের কোনও ব্যাখ্যা যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তা একেবারেই সত্যি। ফলে পোস্টমর্টেমের পাশাপাশি মেরামতির কাজটাও দ্রুতচালে সেরে ফেলতে হবে জগমোহন ডালমিয়ার ভারতীয় বোর্ডকে।

ময়নাতদন্তের সাতকাহন

১। শ্রীনিবাসনের বিদায় এবং ডালমিয়ার আবির্ভাব।
২। বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হারের পর দগদগে ক্ষত।
৩। দলে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে অনীহা ধোনি ব্রিগেডের।
৪। রবি শাস্ত্রীর অনিশ্চয়তা ভাবাচ্ছে টিমের অন্দরমহলকে।
৫। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগমনে ভীতি তৈরি হওয়া।
৬। বাংলাদেশকে পাত্তা না দেওয়ার তুঘলকী আত্মতুষ্টি।
৭। প্রকৃত অলরাউন্ডারের অভাব পতনের অন্যতম কারণ।

ফিফার লড়াইয়ে মারাদোনা বনাম জিকো

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাঁর দুরন্ত ড্রিবলের ইন্দ্রজালে বারবার মোহিত হয়েছে সবুজ গালিচা। ফুটবল-প্রশাসনের রাশও কি এবার কঠোর হাতে ধরবেন সেই ফুটবল-শিল্পী? দিয়েগো মারাদোনা। জিকোর পর এবার মারাদোনা। দুর্নীতি-কেলেঙ্কারি-বিধ্বস্ত ফিফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন দিয়েগো। আর্জেন্তাইন ফুটবলের আইকন এবার ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সর্বময় কর্তৃত্বের লড়াইয়ে। আপাদমস্তক ব্লাটার-বিরোধী মারাদোনা নিজেই একথা জানিয়েছেন উরুগুয়ের এক সাংবাদিককে। ভিক্টর হুগো মরেলস্ নামে ওই সাংবাদিক মারাদোনার সঙ্গে একটি টেলিভিশন শো সঞ্চালনা করে থাকেন। তাঁকেই টেলিফোনে একথা জানিয়েছেন মারাদোনা। ট্যুইটারে হুগো জানিয়েছেন, মারাদোনাকে যখন ফিফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়ে প্রশ্ন করি, তখন তিনি জানান, ওই নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ফিফার উচ্চপদস্থ কর্তাদের বিরুদ্ধে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ঘুষ কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে। এফবিআই ও সুইস পুলিশ একযোগে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। বারবার সমালোচিত হওয়ায় পঞ্চমবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরও পদত্যাগ করেন ব্লাটার। ব্লাটারের পরে কে? শুরু হয় জল্পনা। এরপরই নিজের প্রার্থীপদ ঘোষণা করেন ব্রাজিলের প্রাক্তন ফুটবল নক্ষত্র জিকো। ভোটে লড়ার কথা জানান লিবেরিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মুসা বিলিটিও। এবার, মারাদোনার পালা। ফিফার সিংহাসনে শেষ পর্যন্ত কে? প্রশ্নটার উত্তর অবশ্য পাওয়া যাবে ডিসেম্বরে, ফিফার স্পেশ্যাল কংগ্রেসে।

মারাদোনা হলেন এমনই এক চরিত্র যিনি ফুটবলের আরও এক মহান তারকা পেলের সঙ্গে সমানাসনে পূজিত হন। বাঁ পায়ের ভেলকিতে যেমন তিনি প্রতিপক্ষকে বার বার বোকা বানিয়েছেন আশা করা যাচ্ছে দুর্নীতির পাঁকে তলিয়ে যাওয়া থেকে ফুটবল বিশ্বকে উদ্ধার করতে পারবেন তিনি। উল্লেখ্য, যে ব্লাটারের বিরুদ্ধে আজ এতো কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ একদা সেই লোকও একসময় অভিযুক্ত হয়েছিলেন মারাদোনার ফুটবল জীবন শেষ করে দেওয়ার জন্য। ১৯৯৪ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিজের ফুটবল জীবনের প্রায় শেষ লগ্নে পৌঁছানো সত্বেও সেই বিশ্বকাপেও মারাদোনার পায়ের ভেলকি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এইসময় হঠাৎ করেই একটা খবর পাওয়া গেল ডোপিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় দিয়েগো মারাদোনাকে ফুটবল জীবন থেকে নির্বাসিত করেছে ফুটবল দুনিয়ার মুখিয়া বলে পরিচিত ফিফা। এও শোনা গিয়েছিল মারাদোনার ফুটবল জীবন শেষ করে দেওয়ার পেছনে মূল কলকাঠি নাকি নেড়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সেফ ব্লাটার। ইতিহাসের কী অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি। আজ সেই ব্লাটার যখন ৯০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত হচ্ছেন তখন আবার ফুটবল বিশ্বকে বাঁচাতে আবির্ভাব ঘটেছে ফুটবল বাদশার। মারাদোনার সঙ্গে এই লড়াইয়ে দেখা যেতে পারে তার প্রাক্তন প্রতিপক্ষ ব্রাজিলিয়ান তারকা জিকোকে। উল্লেখ্য, ১৯৮২-র ইতালি বিশ্বকাপে মারাদোনা বনাম জিকো হয়তো সরাসরি দেখা যায়নি কিন্তু সেই আসরে দুজনেই ছিলেন। চোট আঘাতের জন্য সেই বিশ্বকাপে মারাদোনা সেইভাবে দাগ কাটতে পারেনি। আর ইতালির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনালে জিকো করেছিল এক ভয়ঙ্কর পেনাল্টি মিস। যার জন্য আজও তাকে কথা শুনতে হয়। ১৯৮২-র বিশ্বকাপে যে খরা লক্ষ্য করা গিয়েছিল মারাদোনার পায়ে তা সুদে আসলে তিনি তুলে নিয়েছিলেন ১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপ জিতে। সারা দুনিয়ার সামনে সেবারই জন্ম নিয়েছিল এই অসাধারণ প্রতিভার বিচ্ছুরণ। জিকো পরবর্তীকালে কোচ হিসেবে নাম করলেও খেলার দুনিয়ায় আর সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। অথচ মারাদোনা বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে আজও আলোচিত হন। এখন দেখতে হবে ফিফার এই মহারণে প্রতিদ্বন্দ্বী জিকোকে ফের পরাজিত করতে পারেন কিনা দিয়েগো।

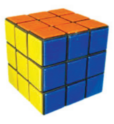

মনের খেয়াল

ছবিতে জব্দ

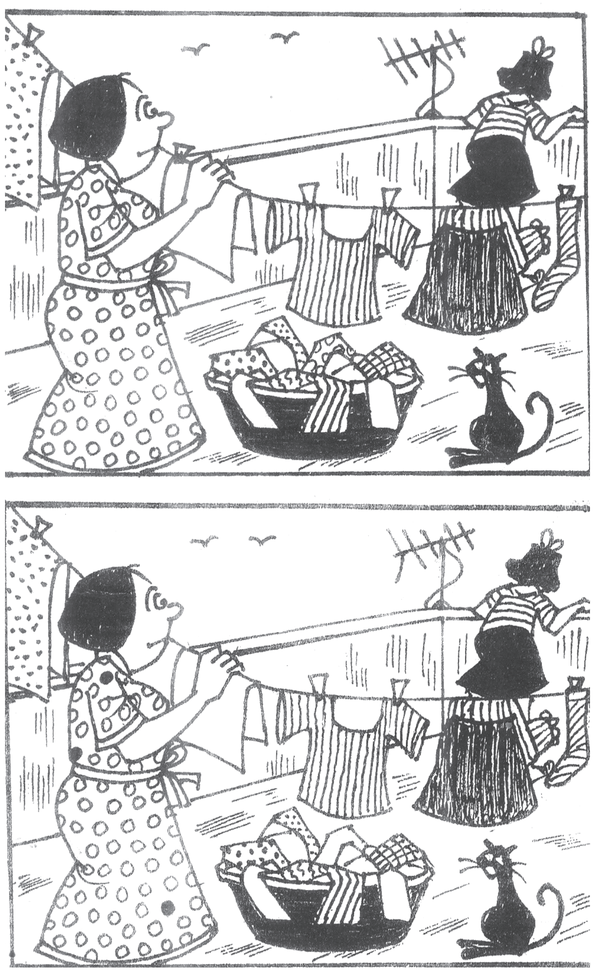

উপরের ছবি দুটোর মধ্যে কমপক্ষে ছ'টি পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি খুঁজে বের করো।

❑ সুনীত হালদার

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৩ জুলাইয়ের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

ফুটা পাত্র

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

রামমোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃত্তিকা তলাপাত্র-কে ওর ক্লাশের মেয়েরা মাটির ফুটাপাত্র বলে খেপায়। কিন্তু মৃত্তিকা স্বভাবে ছিল মাটির মানুষ। ও সে সব গায়েই মাখত না। মেয়েটি লেখাপড়াতে বেশ ভাল হলেও পরীক্ষায় নম্বর পেতে খুব কম। শিক্ষক পিতা কিছুতেই বুঝতে পারতেন না মেয়ে কেন বেশি নম্বর পায় না। উনি একদিন মেয়ের বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকাকে ফোন করে কারণটা জানতে চাইলেন। উনি খোঁজখবর নিয়ে ওনাকে জানালেন, মৃত্তিকা তো সব প্রশ্নের উত্তর লেখেই না।

বাবা যথারীতি মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, কিরে তুই নাকি সব প্রশ্নের উত্তর দিস না?

কে বলেছে বাবা? মিথ্যা বলেছে, আমি সব প্রশ্নেরই উত্তর লিখি।

নিশীথ রঞ্জন তলাপাত্র তখন কন্যার প্রধান শিক্ষিকাকে অনুরোধ করলেন, আপনি যদি দয়া করে মেয়েটার উপর একটু নজর রাখেন তো আমার খুব উপকার হয়। প্রধান শিক্ষিকা ব্যবস্থা নিলেন।

বাংলা পরীক্ষার দিন দেখা গেল পাশের মেয়েরা উত্তর জানবার জন্য ওকে খুব উত্যক্ত করছে। মৃত্তিকা নিজের লেখা বন্ধ করে ওদেরকে গড়গড় করে উত্তর বলে দিচ্ছে। এক একটা উত্তর বলা হয়ে গেলে ও নিজের প্রশ্নপত্রে সেই প্রশ্নের পাশে টিক মার্ক দিয়ে দিচ্ছে। খাতা জমা দিতে গেলে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, সব প্রশ্নের উত্তর লিখেছ তো? মৃত্তিকা মাথা নেড়ে জানাল যে ও সব উত্তর দিয়েছে। পরে ওর খাতা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল যে মৃত্তিকা দু'টো প্রশ্নের উত্তর খাতায় লেখেই নি। তথ্যটা নিশীথবাবুর গোচরে আনতেই উনি হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বললেন।

পরের পরীক্ষাগুলোতে মৃত্তিকাকে এমন একটা সিটে বসানোর ব্যবস্থা করা হল যাতে অন্যান্য মেয়েরা ওকে বিরক্ত করতে না পারে। এর ফলে অন্যান্য সব বিষয়ে মৃত্তিকা ভাল নম্বর পেল। পরের দিকে দেখা গেল মৃত্তিকার এই মডেল পুরো জেলায় ছড়িয়ে গিয়েছে। আসলে মৃত্তিকার স্কুলের দিদিমণিদের বা অভিভাবকদের একান্ত আলাপচারিতা ছড়িয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। ফলে অন্য বাবারাও মৃত্তিকার উদাহরণ সামনে রেখে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বেশ ভালো টিঁট দিতে থাকল। পড়াশুনার প্রসারে আদতে লাভবান হল প্রত্যেকেই।

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

গত সংখ্যায় ধাঁধা পাঠিয়েছিলেন লাবণি মান্না। তোমরাও পাঠাও।

গত সংখ্যার উত্তর : কলামন্দির

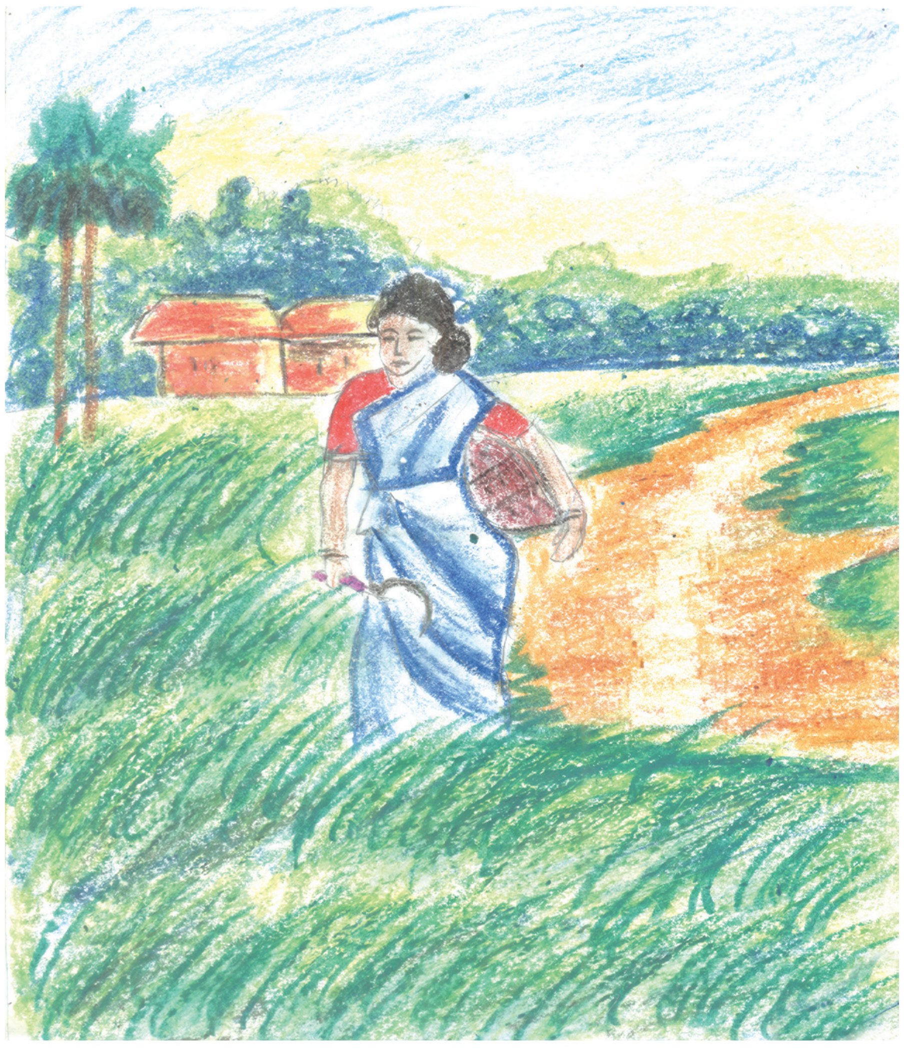

তুষার মন্ডল, চতুর্থ শ্রেণি, বিবেক নিকেতন, সামালি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্ত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।